ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 May, 2023 ■ আগরতলা ২৫ মে, ২০২৩ ইং ■ ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ষষ্ঠীর বাজার

জমজমাট জামাই ষষ্ঠীর বাজার। বুধবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

বিশালগড়ে বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত দুই ব্যক্তি। আহতরা হল অভিজিৎ সরকার ও সুদিপ দেবনাথ। তাদের বাড়ি বিশালগড়ের মুড়াবাড়ি এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় অভিজিৎ সরকার ও সুদিপ দেবনাথ বাইকে করে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। বিশালগড়ের গকুলনগর এলাকায় যাওয়ার পর একটি দ্রুতগামী যাত্রীবাহী অটো বাইকটিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। এতে করে বাইক থেকে ছিটকে পরে আহত হয় অভিজিৎ ও সুদিপ। সাথে সাথে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। আহতদের পরিবারের এক সদস্য জানান বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে সুদিপ ও অভিজিৎ-এর প্রাথমিক চিকিৎসার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রাউন সুগার সহ আটক দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। নেশা বিরোধী অভিযানে আবারো সাফল্য পেয়েছে মধুপুর থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৫০ হাজার টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সাথে এক যুবককে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে আজ থানায় খবর আসে মধুপুর বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বাপন বনিকের বাড়িতে প্রচুর পরিমান ব্রাউন সুগার মজুত রয়েছ। সেই মোতাবেক তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযান চালিয়ে তার বাড়ি থেকে প্রায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় নির্বাচনী সন্ত্রাসের মামলায় ১৩ জন বাম নেতা জেল হেপাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ মে।। প্রাক নির্বাচনী সংঘর্ষে বিজেপির দায়ের করা মামলায় ১৩ জন বাম নেতা জেল হেপাজতে। ঘটনা দক্ষিণ জেলার বিলোনীয়ায়। ১৩জন বাম নেতাকে জেল হেপাজতে পাঠানোর ঘটনার পাশাপাশি আরও একটি ঘটনায় বিজেপির রাজ্য স্তরের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হযেছে বিলোনীয়ায়।

রাজ্যে বর্তমানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত তা আবার ও প্রমাণিত। বিচার ব্যবস্থার উপর মানুষের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তার প্রমাণ মিললো বিলোনিয়া আদালতে। ত্রিপুরা রাজ্যে ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বিলোনিয়া রেল স্টেশনে সিপিএম নেতা আশীষ দত্তের নেতৃত্বে ১৬ জনের সিপিএম এর দুষ্কৃতিকারী বিজেপির দুজন কার্যকর্তা গোপাল ভৌমিক এবং দেবজিত ওরফে আকাশ দাস এর উপর প্রাণঘাতী হামলা করে। পরবর্তী সময়ে জিআরপিএফের সহায়তায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ তাদের দুজনকে বিলোনিয়া হাসপাতালে ভর্তি করায় এবং পরবর্তী সময়ে তাদেরকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

এই ঘটনায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭, ৩২৬ এবং ১৪৮ ধারায় মামলা গ্রহণ করে যার কেস নাম্বার বিলোনিয়া পিএস ১১/২৩। এই ঘটনা প্রথম অবস্থায় তিন জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠালে আদালত তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় এবং প্রায় দু''মাস জেলে থাকার পর জামিনে মুক্তি পায়। এই মামলায় আশীষ দত্তের নেতৃত্বে অপর অভিযুক্তরা অধরা থাকে। পরবর্তী সময়ে সিপিএম নেতা আশীষ দত্ত সহ বাকি ১৩ জন বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালত এবং হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করলে আদালত তাদের সেই আবেদন নাকচ করে ১৫ দিনের সময়সীমা ধার্য্য করে বিলোনিয়া থানার পুলিশের কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়।

সে মোতাবেক বিলোনিয়া থানা সিপিএমের কুখ্যাত মাফিয়া আশীষ দত্ত সহ ১৩ জনকে গ্রেফতার করে কেস ডায়েরী সহ আদালতে পাঠায়। আদালত তাদের ১০ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। আগামী ২রা জুন তাদের পুনরায় আদালতে হাজির করানো হবে। এই ঘটনাকে ঘিরে আদালত চত্বর ছিল সরগরম।

এদিকে, বিলোনিয়া শহরে আনন্দমেলাকে কেন্দ্র করে গত ২০ তারিখ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিডিপিও অফিসে কর্মসংস্কৃতি লাটে, মার খাচ্ছে পুষ্টি প্রকল্প

কদমতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। উত্তর জেলার কদমতলা সিডিপিও অফিসে ঘুঘুর বাসা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের জন্য মজুদ রাখা চাল ডাল নষ্ট হয়ে গেলেও সেগুলি কোন এক অজ্ঞাত কারণে বিতরণ করা হয়নি। ঘটনার সুষ্ঠু তন্ত্রের দাবি উঠেছে। উত্তর জেলার কদমতলায় সিডিপিও অফিসে কর্ম সংস্কৃতি লাটে। এপ্রিল মাস থেকে অফিসে আসছেন না সিডিপিও অয়ন ভৌমিক। বাড়িতে বসেই মর্জি মাফিক কাজ করছেন সিডিপিও। পাঁচ মাস ধরে বন্ধ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে মিড ডে মিল পরিষেবা। গোডাউনে চালডাল থাকা সত্বেও অবহেলার কারণে তা দেওয়া হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দকৃত প্রচুর সরকারী চালডাল নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে গোডাউনে। এই বিষয়ে কদমতলায় সিডিপিও অফিসে গিয়ে দেখা যায় এই দৃশ্য। বহু চেষ্টা করেও প্রথমে এর উত্তর পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে অফিসে দেখা পাওয়া যায় গোডাউন ইনচার্জ শ্রীবাস পালের। শ্রীবাস পালের উপস্থিতিতে গোডাউনে গিয়ে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে চাল সহ অন্যান্য সামগ্রী মজুত রয়েছে সেখানে। তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে গোডাউনে ৩৪৬৫৬ কেজি চাল মজুত রয়েছে।গত ডিসেম্বর মাসের চৌদ্দ তারিখ ডাল শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার গুলিতে মিড ডে মিল পরিষেবা বন্ধ হয়ে পড়ে। এখন ৫৮৫১ কেজি ডাল এসেছে।

২০ মে থেকে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার গুলিতে চালডাল পাঠানো শুরু হয়েছে। এদিকে গোডাউন গিয়ে দেখা যায় বস্তা বন্দি বেশ কিছু চালডাল ত্রিপাল দিয়ে ডাকা রয়েছে। এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, এগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। গোডাউনে চালডাল থাকার পরেও কেন সেগুলি বিতরণ করা হয়নি জানতে চাইলে তিনি এর জবাবে বলেন, বিগত দিনে রাজ্যে নির্বাচন থাকায় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে চালডাল না থাকায় এই ৩৪ বস্তা মিশ্রিত চালডাল দেওয়া যায়নি। সুতরাং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে দুই চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। চোর সন্দেহে দুই যুবককে আটক করেছে এলাকাবাসী। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে দুইজনই প্রতিনিয়ত নেশা সামগ্রী ক্রয় করার জন্য শান্তির বাজারের বিভিন্ন জায়গায় চুরি সংগঠিত করত।পরবর্তী সময়ে দুই চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এলাকাবাসী।

জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, বুধবার সকালে শান্তির বাজার পুরাতন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহ জনক ভাবে দুই যুবক ঘুরাফেরা করতে দেখা গেছে। স্থানীয় মানুষ চোর সন্দেহে দুই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, দুইজন প্রতিনিয়ত ব্রাউন সুগারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাঃ বিকাশ রায় আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। রাজ্যের প্রবীণ ও বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিকাশ রায় অসুস্থ হয়ে স্থানীয় একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। আগামীকাল হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জাগরণ এর সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ডাঃ বিকাশ রায়ের অসুস্থতার সংবাদে তিনি গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি টেলিফোনে ডাঃ রায়ের সাথে কথা বলে চিকিৎসার খোঁজখবর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় নাবালিকা ধর্ষিতা অভিযুক্ত যুবককে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ মে।। সভ্য-সমাজের বুকে আবারো এক নারকীয় ঘটনার সাক্ষী থাকলো গোটা তেলিয়ামুড়াবাসী। ধর্ষণের শিকার ৮ বছর বয়সী নাবালিকা শিশু কন্যা। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন কুশাইটিলা এলাকায়।

ধর্ষিতা নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ মূলে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় কুশাইটিলা এলাকায় গত বৃহস্পতিবার ৮ বছর বয়সী নাবালিকা কন্যাকে একই এলাকার ২৪ বছর বয়সি এক যুবক বলপূর্বক ধর্ষণ করে। পরবর্তী সময়ে নাবালিকা কন্যাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি ভয়ভীতি প্রদান করে। এই ভয়ে নাবালিকা কন্যা কাউকে কিছু না জানালেও মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ পরিবারের লোকজনদের নজরে আসে নাবালিকা কন্যার শরীরের কিছু উপসর্গ। সেই উপসর্গ গুলি প্রত্যক্ষ করে নাবালিকা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হলে পরিবারের লোকজনদের কাছে সে বিষয়টি জানায়। পরিবারের লোকজন ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে পেরে ঘটনার খবর পাঠায় তেলিয়ামুড়া থানায়।

এলাকাবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২৪ বছর বয়সী বিজয় দাসকে আটক করে গণধোলাই দেয়। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া থানার এস.আই রামকৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে পুলিশ। পুলিশ ওই যুবককে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। পরবর্তীতে নাবালিকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেতনের দাবিতে ডেপুটেশন শিশু রক্ষণাগারের কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। বকেয়া বেতনের দাবিতে বুধবার সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন শিশু রক্ষনাগারের কর্মীরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর বকেয়া বেতন প্রদান করা হোক।

শিশু রক্ষনাগারের জনৈক কর্মী জানিয়েছেন, সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে শিশুদের রক্ষার জন্য শিশু রক্ষনাগার নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়েছে। পশ্চিম জেলায় শিশু রক্ষনাগারে ২৫০ জন কর্মী কাজে নিযুক্ত আছেন।তাঁদের মাসিক ২৭০০ টাকা করে বেতন ধার্য্য করা হয়েছিল। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘ ১৫ মাস ধরে তাদের বেতন প্রদান করা হচ্ছে না। তাই বকেয়া বেতন প্রদানের দাবিতে বুধবার সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন তুলে দিয়েছেন।

তাঁদের দাবি, অতিসত্বর বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া হোক। দাবি পূরণ না হলে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন কর্মীরা।

রাজ্যে করোনায় আরও একজনের মৃত্যু, চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত আট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। দীর্ঘ সময় পর ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। সংক্রমণ ও সুস্থতা প্রায় সমানে সমানে চলছে। কিন্তু, হটাৎ ওই মৃত্যু কিছুটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৮ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। অন্যদিকে, আট জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। দৈনিক সংক্রমণের হার ১.৩১ শতাংশ। মৃত্যু হয়েছে একজনের। তাতে, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে ৪৪।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৭ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬০৩ জন মোট ৬১০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, ৮ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ১.৩১ শতাংশ। এদিকে, ৮ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৪ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮২৩৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭১৮৭ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৩ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত রাজ্যের দশটি সাংগঠনিক জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। পশ্চিম জেলা সহ রাজ্যে দশটি সাংগঠনিক জেলায় বুধবার বিজেপির কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনকালের নয় বছর পূর্তি উপলক্ষে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আগামী ৩০ মে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নয় বছর দেশ পরিচালনার সময়সীমা পূর্ণ হচ্ছে।

এই নয় বছরের মধ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকার যেসব জনকল্যাণ মুখে কর্মসূচি বাস্তবায়িত করেছে সেগুলি জনসমক্ষে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে দল। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী ৩০ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত একমাস ব্যাপী প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই বুধবার পশ্চিম জেলা সহ রাজ্যের ১০ টি সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির জেলাভিত্তিক কার্যকারণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভ্রমণে অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম জেলার কার্যকারণী বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য , সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি বলেন গত বাইশে মে এ সংক্রান্ত বিষয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাজা ইস্যুতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মথা কর্মী সমর্থকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। গত ২২ মে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা কার্যকারিনী বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের প্রসঙ্গে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, যাতে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণকে মহারাজা বলে সম্বোধন না করেন। ফেইসবুকে এবিষয়ে প্রদ্যোতের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে ঘিরে উপজাতি জনগণের একাংশের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

এর পরিপেক্ষিতে বুধবার কৃষ্ণনগরস্থিত দলীয় কার্যালয়ে কাউন্সিল অফ তিপ্রাসা হুদার পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ করা হয় মহারাজাকে মহারাজা বলে সম্বোধন করতে না বলা অন্যায়। কারণ প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের পূর্বপুরুষরা এ রাজ্যে রাজা হিসেবেই রাজত্ব করে গিয়েছেন। একসময় মহারাজার জন্মভূমি ছিল ত্রিপুরা। তাই অরাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে এভাবে মন্তব্য করা মুখ্যমন্ত্রীর উচিত নয়। এখনো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ মহারাজার হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। এভাবে ঘৃণা ছড়ানো ঠিক হয়নি। অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করার দাবি জানায় তারা।

মুখ্যমন্ত্রীর এ ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তারা। আরো বলেন মুখ্যমন্ত্রীর একজনের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েও মন্তব্য করা উচিত নয়। প্রদ্যোত কিশোর দেব বর্মনকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর থেকে রাজ্যের উপজাতির জনগণের একাংশের মধ্যে যে চাপা ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছিল বুধবার সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রাজ্যের উপজাতির জনগণকে এই ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চলেছে বলেও একটি সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মনকে আশ্বস্ত করেছিলেন রাজ্যের উপজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একজন মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করে দাবির যথার্থতা বিচার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার এ ধরনের আশ্বাস দিলেও রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বের এই বিষয়ে সহমত নেই বললেই চলে। এমনকি মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করার বিষয়ে রাজ্য নেতৃত্ব অনীহা প্রকাশ করে চলেছেন। হয়তো সে কারণেই শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যস্থতাকারী এখনো পর্যন্ত নিযুক্ত করেনি। এই এসব নিয়েই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের ওয়ার্ড অফিস নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। স্থানীয় জনগণের মতামত উপেক্ষা করে ওয়ার্ড অফিস তৈরি করতে গিয়ে রীতিমতো হোঁচট খেলো প্রশাসন। ওয়ার্ড অফিসের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয়রা। ঘটনা আগরতলা পুরো পরিষদের ১৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রাজধানীর আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগর সুপারি বাগান এলাকায় পার্কের অভ্যন্তরে ১৯ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড অফিস ঘর তৈরির কাজ করার উদ্যোগ নেয় পুর প্রশাসন । তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় লোকজনরা। আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে কৃষ্ণনগর সুপারি বাগান এলাকায় পার্কের অভ্যন্তরে ১৯ নং ওয়ার্ড অফিস নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। পার্কের ভিতরেই ওয়ার্ড

অফিস তৈরির কাজে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এমনকি ওয়ার্ড অফিসের দালান বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন তারা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।

এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন এলাকায় সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে একটি দৃষ্টিনন্দন পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। এই পার্কে প্রতিনিয়ত ছোট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২২১ ▫ ২৫ মে ২০২৩ইং ▫ ১০ জ্যৈষ্ঠ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বাঙালিয়ানার ঐতিহ্য জামাই ষষ্ঠী

জামাইষষ্ঠীর উৎসবকে ঘিরিয়া যুগ যুগ ধরিয়া বাঙালি বাড়িতে পালন হইয়া আসিতেছে নানা আচার- অনুষ্ঠান। সকাল থেকে উপবাস করিয়া নানা নিয়মের মাধ্যমে এই ব্রত পালন করেন শাশুড়িরা। জামাই ষষ্ঠী নিয়ে জড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি প্রচলিত কথা ও মতভেদও। অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষে এক সময় এক সংস্কার প্রচলিত ছিল যে, কন্যা যতদিন না পুত্র সন্তানের জন্ম দিবে, তাহার বাবা-মা তাহার গৃহে পদার্পণ করিবেন না। তাই জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে বাছিয়া নেওয়া হয় জামাই ষষ্ঠী হিসাবে। এই প্রথার মাধ্যমে মেয়ের মুখ দর্শন হইবে তাহাদের এই আশায়। মা ষষ্ঠীর পুজো ও জামাই আদরের জন্য এই পার্বণের নামকরণ হয় জামাই ষষ্ঠী। এখন মেয়ে-জামাইকে ডাকিয়া সমাদরে বিশেষ কিছু নিয়ম পালন ও খাওয়া দাওয়া, আনন্দের মাধ্যমেই উদযাপন হয় জামাই ষষ্ঠী।

বাঙালি হিন্দু সমাজে জামাইষষ্ঠীর গুরুত্ব অনেক। সারা বছর ধরিয়া সকলে অপেক্ষা করিয়া থাকেন এই উৎসবের। নতুন বস্ত্র, উপহার, ফল- ফলাদি, পান-সুপারি, ধান- দূর্বা, বাঁশের করুল, তালের পাখা, করমচা দিয়া শাশুড়ি মায়েরা উদযাপন করেন জামাইষষ্ঠী। তবে বর্তমানে সকলের ব্যস্ততার মধ্যে বহু রেস্তরাঁতে আয়োজন হইতেছে বিশেষ জামাইষষ্ঠীর। আর সকলে সেখানেই আদরে- যত্নে আপ্যায়ন করেন আদরের জামাইকে। ভিন্ন ধরনের মরসুমি ফল, মিষ্টি সহযোগে জামাইভোজের জন্য বিশাল আয়োজন করা হয় এই বিশেষ দিনে। একদিকে জ্যৈষ্ঠ মাসে চারিদিকে থাকে আম-জাম-কাঁঠাল -লিচুর মতো ফল। সেই সঙ্গে এদিন জামাইদের পাতে পড়ে রকমারি সুস্বাদু পদ। বলাই বাহুল্য বছরের একটা দিন শ্বশুরবাড়ির এই স্পেশাল জামাই আদরের অপেক্ষায় থাকেন সকল জামাইরা।

এ দিন মেয়ে-জামাইয়ের জন্য দূর থেকে হোক বা কাছ থেকে, সমস্ত বাবা-মায়েরাই মঙ্গল কামনা করেন, আশীর্বাদ করেন প্রাণ ভরে। এই অনুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের মঙ্গল কামনার অনুষ্ঠান। মিষ্টির হাঁড়ি হাতে ফিনফিনে সাদা মসলিনের পাঞ্জাবি আর মালকোচা মারা ধুতিতে শ্বশুরঘর আলো করা জামাই বাবাজি। পঞ্চব্যঞ্জনে সাজনো জামাইয়ের পাত। আম-কাঁঠাল, ইলিষের পেটি কিংবা কচি পাঠাঁর মাংস সহযোগে ভুরিভোজ । আর তার আগে জামাইকে পাখা হাওয়া আর শান্তি জলের ছিটা দেওয়া! এমনকী, মা ষষ্ঠীর আশীর্বাদ বলিয়া জামাইয়ের হাতে হলুদ মাখানো সুতো পরাইয়া দেওয়া! 'জামাইষষ্ঠী' বলিলেই যে ছবিটা চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে । হিন্দু ধর্মবিশ্বাসে দেবতার চেয়ে দেবীর পূজোই বেশি। সেই সব পূজো থেকে যে সব সামাজিক সংস্কারের প্রচলন, তাহার অনেকগুলিই নারীকেন্দ্রিক। অথচ সেই জাঁকজমকের ভরকেন্দ্রে থাকেন পুরুষ। এমনই এক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে এখন মাতিয়া রহিয়াছে বাঙালি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পড়িলে বোঝা যায়, জামাইষষ্ঠী পালনে তাঁহার বেশ রুচি ছিল। তাঁহার চিন্তা ছিল, বিদেশি প্রথায় মজিয়া গিয়া তরুণরা বুঝি এই সমাজরীতিটি ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু ভোলা দূরস্থান, এই কর্পোরেট সংস্কৃতিতেও জামাইষষ্ঠী দিব্যি বাঙালিয়ানাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

অতীতে নারীরা ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী। জীবন কাটিত স্বামীদের উপার্জনে, তাঁহাদের ভরসায়। তাই জামাইষষ্ঠীতে মেয়ের স্বামীকে তুষ্ট রাখিবার বাড়তি তাগিদ থাকিত মায়েদের। কিন্তু এখনকার শিক্ষিত বৃত্তে বৌমারাও সুরোজগেরে, প্রতিষ্ঠিতা। স্বামী-স্ত্রীর রসায়ন অনেকটাই বদলাইয়া গেছে। তাই বহু দিন ধরিয়াই রব উঠিয়াছে, জামাইষষ্ঠীর মতো বৌমাষষ্ঠীও চালু করা হোক। শাশুড়িমায়েরা বাড়ির বৌটিকেও একই ভাবে স্নেহ-আদরে ভাল রাখিলে, আখেরে ছেলের জীবনটাই তো আরও মধুর এবং সংসার শান্তিময় হইবে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মমতার অভিনন্দন

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "২০২২ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের আমি অভিনন্দন জানাই। তাঁরা শীঘ্রই মর্যাদাপূর্ণ আইএএস, আইপিএস পরিবারের অংশ হবেন। আমি অত্যন্ত খুশি যে তাদের মধ্যে ৩৪ নারী। আমি উজ্জ্বল এবং সমমানের একটি সমাজে আত্মবিশ্বাসী। পরীক্ষার প্রথম ৪টি স্থানই নারীরা পেয়েছেন।

নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের এমন একটি মূল্যবোধ ব্যবস্থার উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে যেখানে একজন নারীকে অঙ্গুলিহেলনে ডাকা যাবে না। মানুষ গণধর্ষককে প্রশ্রয় দেওয়ার আগে দুবার ভাববে, পুরুষরা নারীদের দমন করার আগে দুবার ভাববে। যাতে আমাদের সুন্দর জাতি সমতার নীতিতে উন্নতি লাভ করে।

আপনারা আমাদের শক্তি। আপনারা অল্প বয়সী মেয়েদের তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে, ভবিষ্যতে একটি শক্তিশালী ভারত তৈরির জন্য উৎসাহিত করবেন।"

দেশের অন্যতম কঠিন এই পরীক্ষার মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয় ভবিষ্যতের আইএএস, আইএফএস, আইপিএস এবং অন্যান্য গ্রুপ এ ও বি-এর মতো উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের। প্রিলিমিনারি, মেন এবং ব্যক্তিগত ইন্টারভিউয়ের মধ্যে দিয়ে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এ বছর সিভিল সার্ভিসে শীর্ষস্থান দখল করেছেন ঈশিতা কিশোর। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছেন গরিমা লোহিয়া, উমা হারাথি এন ও স্মৃতি মিশ্র। গতকালই টুইট করে প্রথম তিনজন ও সফলদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

খারিজ করা হোক ইডি-র অভিযোগ, দিল্লি হাইকোর্টে সুকন্যা

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি. স.) : বাবার পর এবার মেয়ে। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে অনুব্রত মণ্ডলের পর জামিনের আর্জি জানালেন সুকন্যা মণ্ডলও। বুধবারই সেই আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যে সব অভিযোগ এনেছে, সেগুলিও খারিজ করার আবেদন জানিয়েছেন সুকন্যা। তাঁর দাবি, গরু পাচার মামলায় তাঁকে অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বুধবারই রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে ছিল অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদনের শুনানি। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায় ।ফলে, আপাতত অনুব্রতর তিহাড় থেকে বেরনোর কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই ।শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন অনুব্রত।

সুকন্যা মণ্ডল সম্পর্কে প্রভাবশালী তত্ত্ব সামনে এনেছিল ইডি। আর্থিক তছরুপের অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই সব যাবতীয় অভিযোগ খারিজের আবেদন নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সুকন্যা। আগামী ৯ অগস্ট এই মামলার শুনানি হবে। অন্যদিকে, আগামী ২৬ মে রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে সুকন্যার জামিন আবেদনের শুনানি হবে। প্রসঙ্গত, অনুব্রত তিহাড় জেলে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই জেলে যান মেয়ে সুকন্যাও। আপাতত তিহাড়েই রয়েছেন তিনি। নির্দিষ্ট সময়ে জেলের মধ্যে দেখাও হচ্ছে বাবা-মেয়ের।

পদার্থবিজ্ঞানে গণিতের বসতি ও একজন নিউটন

আরশাদ মোমেন

১৯৮৮ সালের ঘটনা। গণিতের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ফিল্ডস মেডাল দেওয়া হলো পদার্থবিদ এডওয়ার্ড উইটেনকে। কিন্তু উইটেনকে এই সম্মাননা দেওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন গণিত সাম্রাজ্যের কিছু বোদ্ধা। তাঁদের এ রকম রক্ষণশীল চিন্তাধারার পেছনে যুক্তি ছিল, উইটেন গণিতবিদ নন। তাঁর যেমন গণিতে কোনো প্রথাসিদ্ধ স্বীকৃত ডিগ্রি নেই, তেমনি তাঁর কোনো অবদান নেই বিশুদ্ধ গণিতেও। সে সময় সর্বজন শ্রদ্ধেয় গণিতবিদ স্যার মাইকেল আটিয়াহউইটেনকে সম্মাননা দেওয়া জোরালোভাবে সমর্থন করেছিলেন। কারণ, উইটেনের গবেষণার কারণে গণিতের কয়েকটি শাখায় বেশ কয়েকটি ধাঁধার সমাধান মিলেছিল। এই ঘটনার জেরে 'গণিত কী? গণিতবিদই বা কে?'এসব প্রশ্ন নিয়ে একাডেমিক জগতে বেশ ভালো একটা আলোচনা জমে ওঠে, যার সুরাহা বোধ হয় এখনো হয়নি।

পাঠকের কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করার কারণ হলো, বিজ্ঞান ও গণিতের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এই বিভাজন মানবসভ্যতার ইতিহাসে অত্যন্ত নতুন। এই তো ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে প্রাকৃতিক দর্শন ভেঙে তৈরি হয় রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের শাখা। তাই মহাসমুদ্রে এসে যেমন দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার কোনো অর্থ হয় না, ঠিক তেমনি জ্ঞানরাজ্যের পরিসীমায় কে গণিতবিদ, আর কে পদার্থবিদএই অহেতুক বিতর্ক করা নেহাত অর্বাচীনের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়।

আরও মূর্খের কাজ হবে, যদি আমরা এই বিতর্ক স্যার আইজ্যাক নিউটনকে নিয়ে করতে শুরু করি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর মতো দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে কি না, সেটা সন্দেহের ব্যাপার। আমরা স্কুল-কলেজে পড়ার সময় আইনস্টাইনকে নিয়ে অনেক হইচই করেছি। কিন্তু সেটা করেছি তাঁর কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না রেখে। এর পেছনে দায়ী ছিল আইনস্টাইনের সেলিব্রিটি বা আইকনিক স্ট্যাটাস, যার পেছনে কাজ করেছিল টিভি, রেডিও আর পত্রিকার কাভারেজ। নিউটনের কপাল খারাপ, তাঁর সময় রেডিও, টিভি, ফটোগ্রাফের আবিষ্কার হয়নি। সেটা হলে রাস্তাঘাটে তরুণদের টি-শার্টে চে গুয়েভারার মতো নিউটনের চেহারারও দেখা পেতাম। স্কুলে পড়ার সময় বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই জেনে যায়, গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে নিউটনের মাথায় মাধ্যাকর্ষণের চিন্তাটি এসেছিল। পাশাপাশি অনেকেই ঠাট্টা করে বলেন, আপেলের পরিবর্তে এ দেশের মানুষের মাথায় তাল-নারকেল পড়ে, তাই মহাকর্ষ নিয়ে চিন্তা করার চেয়ে তারা প্রাণ বাঁচানোকেই জরুরি মনে করেন। সে কারণে এ দেশে মৌলিক বিজ্ঞানচর্চা আর সামনে এগোতে পারে না। তবে নিউটনের মহাকর্ষ আবিষ্কারের ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক নয়।

আপেলপতন খেয়াল করার আগে থেকেই পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের গতিপথ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন নিউটন। আপেলের পতনের যে ব্যাপারটা তাঁর আগের চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটাল তা হলো, আপেলটি ডানে বা বাঁয়ে না গিয়ে খাড়া নিচের দিকে পড়ছে। নিউটন নিজের কাছে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন যে আপেলটি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে একটি আকর্ষণ বল অনুভব করেছে। আর সেই একই আকর্ষণ বলের প্রভাবেই চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরছে। আমাদের মনে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, চাঁদ তাহলে আপেলের মতো ধপ করে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে না কেন? এর উত্তর হলোচাঁদ চলমান থাকায় তার একটি আদি বেগ আছে, যার ফলে চাঁদের একটি কৌণিক ভরবেগও আছে। কিন্তু সেটা আপেলের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। নিউটন মহাকর্ষ বলের ধারণাটিকে ভিত্তি করে এবং গ্যালিলিওর দেওয়া সমত্বরণে গতিশীল বস্তুর সরণের সূত্র ব্যবহার করে দেখতে পান, পৃথিবীর আকর্ষণের কারণে উদ্ভূত আপেল ও চাঁদের ত্বরণের অনুপাত পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বের বিপরীত বর্গের সমানুপাতিক। অবশ্য নিউটনের প্রাথমিক হিসাবে এই সংখ্যা একেবারে নির্ভুল ছিল না। কারণ, ১৬৬৬ সালে (যখন নিউটন প্রথম হিসাবটি করেন) পৃথিবীর আকার ও চাঁদের কক্ষপথের পরিমাপে কিছু ত্রুটি ছিল। নিউটনের জীবদ্দশায়ই এই পরিমাপে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

নিউটন, শিল্পীর চোখে

নিউটনের এই আবিষ্কার থেকে আমরা প্রথম যে শিক্ষা পাই তা হলো, (পদার্থ) বিজ্ঞানের হাত বেশ লম্বা। এর আগে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবীর বুকে যেসব 'পার্থিব' ঘটনা ঘটে, তার মৌলিক আইন (আমি 'সূত্র' শব্দটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকছি) মহাকাশে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারকামণ্ডলের জন্য প্রযোজ্য 'স্বর্গীয়' আইন থেকে ভিন্ন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের আবিষ্কার এই দুই জগৎকে একই ছাদের নিচে নিয়ে এল। এই চিন্তাধারার সূত্র ধরেই আমরা আজ পৃথিবীর বুকে গণিতের হিসাব করে দূরের গ্যালাক্সির বিভিন্ন রাশি নির্ধারণের সাহস দেখাই।

নিউটন এখানেই থেমে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর সূত্রের গাণিতিক বিশ্লেষণ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ফলে তিনি তৈরি করেন গণিতের নতুন একটি শাখা, যাকে আজ আমরা ক্যালকুলাস বলে অভিহিত করে থাকি।

তবে নিউটন তাঁর এই গণিতকে ক্যালকুলাস বলতেন না। তিনি একে বলতেন ফ্লাক্সন প্রণালি আমরা পরে দেখতে পাই, নিউটন ছাড়া স্বাধীনভাবে লিবনিজও একই গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। অবশ্য তাঁর সংকেত ও যুক্তিতে ভিন্নতা ছিল। বর্তমানে ঐতিহাসিক হদিস পাওয়া যাচ্ছে যে চতুর্দশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের গণিতবেত্তাদের মধ্যে ক্যালকুলাসের মতো গণিতের প্রচলন ছিল। তবে এসব দাবি সত্য প্রমাণিত হলেও নিউটনের কৃতিত্ব কোনোক্রমেই ছোট হবে না। এটা বুঝতে গেলে আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের হাত ধরে কীভাবে ক্যালকুলাসের জন্ম, তার দিকে পেছনে ফিরে তাকাতে হবে। গ্যালিলিওর দেওয়া গাণিতিক প্রকাশ অগু স্তশ্খ ঠ্২ আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত হলেও এই সমীকরণের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে, এর মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক দেওয়া নেই। অর্থাৎ ত্বরণ ঘটার পেছনে কারণ কী, তার ব্যাখ্যা এই সহজ সমীকরণের মধ্যে দেওয়া নেই। তবে পার্থিব বস্তুর স্বাভাবিক চলমান অবস্থা কী হবে, তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে গিয়েছিলেন গ্যালিলিও। সেটা অ্যারিস্টটলীয় সংকীর্ণ ধারণার চেয়ে ঠিক ছিল। অ্যারিস্টটলের ধারণা ছিল, বাইর থেকে কোনো 'কিছু' বস্তুর ওপর কাজ না করলে তা স্বভাবতই স্থির অবস্থায় থাকবে। কিন্তু তার পরিবর্তে গ্যালিলিও বলেন, বস্তুটি সমবেগে চলমান থাকবে। এই উপসংহারে আসার জন্য গ্যালিলিওকে অবশ্য বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছিল। অ্যারিস্টটল তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে আসলেই কিছু নাড়াচাড়া করেছিলেন কি না, তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্পর্কে আমার জানা নেই।

তবে মহাকর্ষ আবিষ্কারের ফলে নিউটন বেশ কয়েকটি নতুন ধারণা অবতারণার সুযোগ পেলেন। প্রথমত, বস্তুর ওপর দূর থেকে 'বল' প্রয়োগের সুযোগ হলো, যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি। এর আগে আমরা বল প্রয়োগ করতে হলে বস্তুর সংস্পর্শে আসার ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। দ্বিতীয়ত, বাইরে থেকে একই বল প্রয়োগ করে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ত্বরণের মান দেখে আমরা বুঝতে পারি যে 'ভর' বলে কিছু আছে। তৃতীয়ত, নিউটনের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ হলো, এই ত্বরণ ও বলের কার্যকারণ সম্পর্কটি তাৎক্ষণিক। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। ধরা যাক, আমি একটি ক্রিকেট বলকে ব্যাট দিয়ে আঘাত করলাম। এর ফলে বলটির ত্বরণ ঘটবে, মানে বেগের পরিবর্তন ঘটবে। প্রশ্ন হলো, পরিবর্তনটি কখন ঘটবে আর কোন বেগটির কথা আমরা চিন্তা করব, গড় বেগের না কোনো নির্দিষ্ট সময়ের বেগের? আবার, আনুভূমিকভাবে আঘাত করলে বেগের উল্লম্ব অংশের কী পরিবর্তন হবেএ রকম বহু প্রশ্ন করা যায়। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিউটনকে অন্তরকলনের ধারণা নিয়ে আসতে হয়।

প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা

বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষাক্রমে ক্যালকুলাসের অর্ধাংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা অন্তরকলন শেখে। তবে অন্তরকলনের কাছাকাছি ধারণা নিউটন ছাড়া তাঁর সমসাময়িক অন্য গণিতবিদ ও বিজ্ঞানীদের কাজের মধ্যেও পাওয়া যায়। সে জন্য নিউটনকে এই গণিত আবিষ্কারের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব না দিলেও চলে। অন্যদিকে নিউটনকে তাঁর জীবনের অনেকটা সময় নিয়ে কাজ করতে হয়েছে সমাকলনের উদ্ভাবন নিয়ে। এর কারণ বুঝতে হলে আমাদের পুনরায় নিউটনের মহাকর্ষ আবিষ্কারে ফিরে যেতে হবে। মহাকর্ষকে সর্বজনীন হতে হলে এই সূত্র প্রণয়ন করতে হবে ভরবিশিষ্ট যেকোনো দুটি কণার জন্য। কিন্তু সেটা আপেল ও পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হলে প্রথমেই আমাদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা হলো, আপেলের মতো পৃথিবী যে তার বাইরের সব বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে টানে, সেটা প্রমাণ করা। এটা আবার করতে গিয়ে নিউটনকে দুটো আলাদা উপপাদ্যের অবতারণা করতে হয়, যাদের মধ্যে প্রথমটিকে জ্যামিতি ব্যবহার করে নিউটন খুব সহজেই প্রমাণ করতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রমাণ করা নিউটনের পক্ষে প্রথমে সম্ভব হয়নি। বলা হয়ে থাকে, এই বাহ্যিক শেল (ক্সঅন্ঠত্রন্দ্রখন স্ত্রনন) উপপাদ্য প্রমাণ করার জন্যই সমাকলনের উদ্ভাবন করেন নিউটন। সে জন্য তাঁকে প্রায় চল্লিশ বছরের মতো কাজ করতে হয়েছে।

শেষ করি নিউটনের কাজ কীভাবে গণিতে এক বিপ্লব ঘটিয়েছিল, তার একটি উদাহরণ দিয়ে। পিথাগোরাসের সময় থেকে বিজ্ঞানী আর গণিতবিদেরা পাইয়ের মান নির্ণয় করছিলেন বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসার্ধের অনুপাত নেওয়ার চেষ্টা করে। এ জন্য তাঁরা বৃত্তকে একটি সুষম বহুভুজ ধরে নিয়ে তার বাহুর সংখ্যা বাড়িয়ে কে কার চেয়ে দশমিকের পর কত বেশি সংখ্যা নির্ণয় করতে পারেন, তার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। স্বয়ং আর্কিমিডিস এ জন্য ব্যবহার করেছিলেন ৯৬ বাহুর বহুভুজ। ১৬৩০ সালে অস্ট্রীয় জ্যোতির্বিদ ক্রিস্টোফ গ্রিনবার্গার ব্যবহার করেছিলেন ১০৪০ বাহুর বহুভুজ। এর মাধ্যমে দশমিকের পর ৩৮ ঘর পর্যন্ত পাইয়ের মান নির্ধারণ করেছিলেন তিনি! আমরা নিশ্চিত, তিনি এই কাজের পেছনে তাঁর প্রায় পুরো জীবনকালই ব্যয় করেছিলেন।

একটি অরাজনৈতিক গল্প

জয়া ফারহানা

এক দেশে ছিল এক রানী। সত্যযুগে এইটুকু বলিলেই চলিতো। কোথাকার রানী, কেন রানী, কীভাবে রানী, কোন পদ্ধতিতে রানী, ইত্যাকার হাজার প্রশ্ন করিয়া একটি 'চমৎকার গল্প' কিংবা কোনো না হইয়া ওঠা গল্পে রসপ্রবাহ রোধ করিবার মতো বিচক্ষণ পাঠক ছিল না। বিচক্ষণ শব্দটি আপেক্ষিক বটে। রসজ্ঞ, গল্পের রস আহরণ লইয়া ভাবেন উহার সত্যাসত্য যাচাই তাহার নিকট আবশ্যক নহে। নীরব পরিহাসপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ ঘৃণা প্রকাশে যতখানি সক্ষম তাহার পর তো কলহের আবশ্যক হয় না। তাই বলিয়া জগৎ সংসারে কলহ কি থামিয়া আছে? দশদিকে উৎকর্ণ থাকুন টের পাইবেন ইহার সত্যতা। কথায় আমরা নিজদিগকে যতটুকু প্রকাশ করি, তাহা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়। উপযুক্ত ক্ষমতার অভাবে অধিকাংশ সময় তাহা ভুলও হয়। তবু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর একটু বাহুল্য করিয়া বলা আবশ্যক কিনা সে কারণেই গল্পগাছা। যাহা হোক, শুরু হইলো গল্প।

রাজ্যে আজ বড় আনন্দের দিন। বড় সাফল্যের দিন। সোনার বাংলায় স্বর্ণখচিত সপ্তডিঙ্গা সাজিয়া উঠিতেছে। অমাত্যবর্গ, নাজিমবর্গ, প্রধান রাজবৈদ্য, বৈদ্যগণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সকল বিভাগের প্রধান এবং হর্তাকর্তাগণ মনিমাণিক্যখচিত বসন-ভূষণে হাজির। আর তাহাদের সঙ্গিনী সহধর্মিণীগণ? তাহারা প্রত্যেকেই যেন এক একটি সুবর্ণ বিগ্রহ! রাজপণ্ডিতগণ উচ্চস্বরে হাসিতেছে, কলরব করিতেছে, সভাস্থ সকলে রানীর যশকে ধন্য ধন্য করিতেছে। রাজকুমার এবং যুবরাজগণ ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া। সৈন্যগণ কাতারে কাতারে। বাজনদারগণ কেশ নাচাইয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে।

দরবারের প্রধান রাজ দার্শনিক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ওমর খৈয়াম আওড়াইতেছেন— 'পূর্ণ করে দাও সখী পানপাত্র মোর/ অফুরন্ত হয়ে থাক স্বপনের ঘোর।/ বারবার মিছে আর বলো না আমায়/ কেমনে চরণতলে দিন বয়ে যায়!/ ভীত মনে প্রতিক্ষণে/ কে হায় শুনিতে চায় বিদায় সংকেত বাণী/ আজ যদি বর্তমানই শুধু ভালো লাগে/ কেন তবে মিছে ভাবো অকারণে/ অকারণ ভেবে কেন হারাও সংবিৎ/ অনাগত কাল অথবা যা হয়েছে অতীত।' মাওয়া হইতে জাজিরা প্রান্ত পর্যন্ত জলজলাট (জমকালো)। অকুস্থলের আকাশ দিয়া তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যাইতেছিলেন ইচ্ছা ঠাকরুন। দৈববলে তিনি কেবল মানুষের মনোভাবই নয়; মনের ভাষাও পড়িতে পারেন। উড্ডয়নকালীন বুঝিতে পারিতেছিলেন--- এই স্বর্গধামে অবাঞ্ছিত তিনি। স্বর্গধামরূপী এই মর্ত্যলোকে ইহাদের সকল মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে। ইহারা অধিক জয়ী। তাহাকে ইহাদের প্রয়োজন নাই। একবার আকাশের পানে, আরবার ইহাদের পানে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া ইচ্ছা ঠাকরুন ভাবিলেন, যাই তবে একবার, গুলশানপাড়া পরিভ্রমণ করিয়া আসি গে। জুন মাসের ২৫ তারিখের বাদলা আকাশ। দ্রুত ঘরে ফিরিতে পারিলেই ভালো। কিন্তু ইচ্ছা ঠাকরুনের দয়ার শরীর। ঘূর্ণিঝড় কী মেঘ-বৃষ্টি-বাদলের তোয়াক্কা করা চলে না তাহার। ইচ্ছা ঠাকরুন বলিয়া কথা! পল পরিমাণ সময় অতিবাহিত হইল মাত্র। তিনি হাজির হইলেন গুলশানের এক নীলাভ কুটিরে। অকুস্থলে গিয়া দেখিলেন ভূবনমোহিনী রূপের এক নারী। শরৎকালের রোদের মত কাঁচা সোনার প্রতিমা যেন। তবে সেই প্রতিমায় কালের নিষ্ঠুর চিহ্ন বসিয়াছে। কুটিরপ্রান্তে চাল-ডাল সহযোগে উচ্ছে-করলা রাঁধিতেছেন। শাকান্ন রাঁধিলেও তিনি রানী বটেন। তাহাকে চিনিতে ইচ্ছা ঠাকরুনের বেগ পাইতে হইলো না। ইহার আগে শত সহস্রবার তাহাকে দেখিয়াছেন; অসংখ্য সেবাদাসী পরিবেষ্টিত। প্রবল কুলাভিমান ইহার কুলে কতকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে!

রানীর শরীরে খানদানি রক্ত। হৃদয়ে খানদানি অভিমান। জনসম্মুখে শোক প্রকাশে কুণ্ঠিতা মিতাচারী এই নারী বহুদিন বাদে আজ ইচ্ছা ঠাকরুনকে চোখের সম্মুখে দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত। প্রায় দশককাল হইল আকুল হইয়া তিনি ইচ্ছা ঠাকরুনকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তপস্যার অমৃত ফল মিলিলো তবে! সেই মাহেন্দ্রক্ষণে সাশ্রু নেত্রে সজল কণ্ঠে যথাসম্ভব সংযত স্বরে তপস্বীনী বলিলেন, কতদিন হইল তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গুলশানের এই ভগ্ন কুটিরে আশ্রয় লইয়াছেন। রাজ্যমাঝারে কেহই কি তাহার অভাব বোধ করিতেছে না? গ্রিক পুরাণের ইথাকা রাজ্যের রাজপণ্ডিতদের মতো এই রাজ্যের পণ্ডিতগণও কি কপালে একটি চক্ষু লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়? ইচ্ছা ঠাকরুন সকলই বুঝিলেন। মানুষের মনোভাব মনোবাঞ্ছা মনের ক্ষত বুঝিয়া তাহাদের ইচ্ছা পূরণ করাই দেবীর ধর্ম। তথাপি তপস্বীনীর মনস্তত্ত্ব যাচাই করিয়া লইতে চাহিলেন।

— সুখ মানে তো গভীর আত্মিক আনন্দ বৎসা। গ্লানি আবর্জনাই পোড়ে। ছাই হয়। যা খাঁটি তা ছাই হয় না, পুড়ে শুদ্ধ হয়। আজ রাজ্যে মহা আনন্দযজ্ঞ চলিতেছে। বাংলা মুল্লুকের আকাশের নিচে পদ্মার তরঙ্গে তরঙ্গে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। উদয়াচলে শঙ্খ বাজিতেছে। ভাবিলাম অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহ শোকে কাঁদিতেছে দেখিয়া আসি। রানী ইচ্ছা ঠাকরুনের কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া মনযোগ সহকারে শুনিলেন। কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন। আগেই বলা হইয়াছে আপন স্বভাবের চারিদিকে একটি আবরণ লইয়াই তিনি জন্মাইয়াছেন। তিনি স্বল্পভাষীনী, স্বল্পহাসিনী, স্বল্পপ্রকাশিনী। রাজকার্যের সহিত বিচ্ছেদ-বেদনা কালক্রমে তাহাকে অসাড় করিয়াছে বটে তবে সেই বিচ্ছেদটুকুর মধ্যেও একটি জীবন্ত আশা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাহাকে পীড়ন দিতেছে। কিন্তু তাহা প্রকাশে কুণ্ঠিতা রানীর জবাব, এই আনন্দযজ্ঞের খবরে আমার কী আবশ্যক? কতকাল হইলো একটি মাত্র সঙ্গী লইয়া নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতেছি। দুঃখ সহিতে আমার আপত্তি নাই দেবী। কাঁটার মুকুট পরিয়া আছি; মখমল বিছানার পরিবর্তে শরশয্যা পাতিয়াছি। শরাহত আমি, তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু সম্মান? উহা গেলে আর থাকে কী? লক্ষ যোদ্ধার আদর্শ হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবো। এইভাবে কেঁচোর মরণ মরিয়া ফল কী!

ইচ্ছা ঠাকরুন ব্যগ্র কণ্ঠে কহিলেন, তবে শুনি তোমার ইচ্ছা? — দুখীর আবার ইচ্ছা! দুখীর দুঃখ ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার দুঃখ! --- ইন্দ্রিয়কে অধিক বশ্যতায় আনিতে হইবে বৎসা। বৃথা ভর্ৎসনায় কাজ কী। তুমি তোমার রাজ্যপাট আবার ফিরিয়া পাইবে। তবে এখন নয়। ব্যাকুল কণ্ঠে তপস্বীনী রানী জানিতে চাহিলেন, এখন নয়, তবে কবে? সর্বদর্শীর হাসি হাসিলেন ইচ্ছা ঠাকরুন। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলেই ফিরিয়া পাইবে রাজ্যপাট। বলামাত্র কখন যে আকাশে মিলাইয়া গেলেন ইচ্ছা ঠাকরুন আর তাহার দেখা পাওয়া গেল না।

আগেই বলিয়াছি নির্বাসনকালে অতীত রানী দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, আহারে! যখন রাজ্যপাট ছিল তখন যদি দুষ্টদিগকে আইনমতো প্রতিরোধ করিতাম! সামন্তপ্রভুদিগের লোলুপ জিহ্বায় লাগাম টানিয়া ধরিতাম, পণ্যবাজারের অস্থিরতা দূর করিতাম। লুটেরাগণ যদি লুটপাটের সুযোগ না পাইতো রাজ্যে। লুণ্ঠিত অর্থ যদি গরিব-দুখীদের বিলাইয়া দিতাম। কৃতঘ্ন ডালিমকুমারদিগের শূলদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ড রাজনীতিতে ব্যবস্থিত হওয়া উচিত নহে। দরবারের পাগলা হস্তীরূপী উজিরবৃন্দ আর শুভাকাঙ্ক্ষী সাজিয়া থাকা নাগকুলকে যদি তৎক্ষণাৎ বিনাশ করা যাইতো! ...রানীর শপথকালে যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা যদি রক্ষা করিতাম, তাহা হইলে আজ এই দুর্দিন দেখিতে হইতো না। সত্যিই যদি আরেকবার রাজ্যপাট ফিরিয়া পাই তো চেষ্টা করিয়া দেখিবো। রাজ্যের অকল্যাণ হয় এমন কাজ আর কখনও নয়। প্রজাসকলকে সমান চোখে দেখিবো। দুখীর দুঃখ দূর করিবো। অভাবীর অভাব মোচন করিবো। পূর্ব রানীর অনন্ত অনুরাগীদের প্রতিও কোনোরূপ অন্যায় অবিচার কদাচ হইবে না। প্রতিজ্ঞামাত্র হঠাৎ অলৌকিক আলোয় ধাঁধিয়া উঠিল তাহার চোখ। এই কি সেই পূর্বের রাজভবন? সেখানে হাজার হাজার দীপ জ্বলিতেছে। ধুপ পুড়িতেছে। রাজমহলের বাগানে বাগানে কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ির রঙে মেঘসকল রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। কুমুদ সরোবরে টলটল করিতেছে কাকচক্ষু জল। এইবার রানী তাহার মোমের মতো শরীরের পানে চাহিলেন। গলায় জ্বলজ্বল করিতেছে সেই পুরাতন রক্তের ফোঁটার মতো একফোঁটা খাঁটি চুনির লকেট। প্রাসাদ প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে সিপাহি শাস্ত্রি দাসদাসী। সাতমহলায় সেই পুরাতন চন্দনকাঠের খাট। অমাত্যবর্গ মালঞ্চমালা হাতে প্রস্তুত। উজিরে আজম ভাবিতেছেন সর্বসুলক্ষণা রানীর উপযুক্ত হইতে পারে কেবল এই নবরত্নের মণিহার। বহু মেহনতে এক এক রাজ্য হইতে জোগাড় করিয়াছেন শ্রেষ্ঠতম মুক্তা মানিক্য বৈদূর্য গোমেদ বজ্র বিদ্রুম পদ্মরাগ মরকত নীলকান্ত এই ন'টি রত্ন। সোনার পিঞ্জরে সোনার সুখপাখি ডাকিতেছে। পলকমাত্র পর দেখিলেন সকলেই আপন আপন ধন লইয়া সরিয়া পড়িতেছে। ভৃত্যবর্গ কেহ নাই। দুই-একজন অতি পুরাতন দাসদাসী প্রভুর সঙ্গে একত্রে প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া সাশ্রু লোচনে অবস্থিতি করিতেছে। অন্তঃপুরে জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয়স্বজন রাজপুরী মাঝারে যাহারা অবস্থান করিত সকলেই যথাকালে আপন আপন প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সেই বৃহৎ রাজভবন আজ অরণ্যতুল্য। জনশূন্য নিঃশব্দ অন্ধকার। অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে। ক্রোধ সর্বব্যাপক, সর্বগ্রাসক, তদভিন্ন নিচাশয় অনুচরবর্গের প্রতি ক্রোধে কাজ কী, ভাবিতেছিলেন। এমত মুহূর্তে ঊর্ধ হইতে তাহার কর্ণে অলৌকিক বাণী প্রবেশ করিল। বৎসে, আমি পথ দেখাইতেছি। তিনি চকিতের ন্যায় ঊর্ধদৃষ্টি করিলেন। তন্দ্রালু চোখে দেখিলেন সেই নারীমূর্তি। শোনো বৎসে, মনুষ্য ভাষাতে তেমন কথা নাই। মনুষ্যের তেমন চিন্তাশক্তিও নাই। মনুষ্য দুঃখ ভোগ করে কিন্তু কেন করে তাহা জানে না। দুঃখ কী তাহাই তাহারা জানে না। ঈশ্বরের নিয়ম ভিন্ন। তোমরা যাহাকে দয়া বলো ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে। মনুষ্য ভাষাতে তোমরা যাহাকে পীড়ন বলো তাহা পীড়নও নহে। ভাবো, কেন জন্মিয়াছো? জন্মাইয়াছো তো মানুষের দুঃখ দূর করিবার জন্য, তো কেন যোগ্য হইয়া উঠো নাই? কেন বানের মুখে কুটার মতো লোভের স্রোতে ভাসিয়া গেলে? বৎসে, তুমি যশের আশা করিতেছো? একবারও চিন্তা করিয়াছো যশ কী? তাহা কী বস্তু? কোনো কোনো কসাইয়েরও যশ থাকে এই বলিয়া যে তাহারা মাংস সম্বন্ধে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করে না। ষাঁড়ের মাংস বলিয়া কাহাকে কুকুরের মাংস দেয় না। স্থূলবুদ্ধি যশস্বী হইয়া কী সুখ? সঠিক সময়ে সঠিক ক্ষণে ঈশ্বর তোমার যোগ্য স্থান খুঁজিয়া দেবেন। অলৌকিক স্বর যেমন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল তেমন আশ্চর্যরূপে মিলাইয়া গেল।

ঢাকা-দিল্লি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ পরিকাঠামো নির্মাণে অগ্রাধিকার দেয়: প্রণয় ভার্মা

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৪।। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বুধবার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ পরিকাঠামো নির্মাণে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের দেওয়া অগ্রাধিকার তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সাম্প্রতিক সময়ে সকল ক্ষেত্রেই নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং বাংলাদেশ মূল্যমান ও প্রকল্পের সংখ্যা উভয় দিক থেকেই ভারতের বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদার, যাকে রেয়াতি অর্থায়নের আওতায় প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি মূল্যমানের চুক্তি হয়েছে এবং প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ২০২২ সালের মধ্যে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। তিনি প্রশংসা করে বলেন, অতিমারির সবচেয়ে সংকটপূর্ণ সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে ভারত দ্রুততম ও বৃহত্তম সহায়তাকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বুধবার 'বারৈয়ারহাট-হেঁকো-রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণ'-প্রকল্পের জন্য একটি উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রকল্পটি ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে দেওয়া ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তৃতীয় কনসেশনাল লাইন অব ক্রেডিট-এর আওতায় গৃহীত হচ্ছে।

সড়ক ভবনে অনুষ্ঠিত এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

এসময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ.বি.এম. আমিন উল্লাহ নূরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পস্থলে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ওয়ার্ক প্যাকেজ ১-এর জন্য বাস্তবিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়।

হাই কমিশনার সড়ক ও মহাসড়ক খাতের প্রকল্পসমূহের গুরুত্বের ওপর জোর দেন, যেখানে রয়েছে ৯৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের পাঁচটি প্রকল্প; যা সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট প্রতিশ্রুতির ১২ শতাংশ। এছাড়াও ডাবল-ডেকার, সিঙ্গেল-ডেকার, এসি ও নন-এসি বাস এবং হেভি-ডিউটি ট্রাক সরবরাহের জন্য ৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের তিনটি সরবরাহ প্রকল্প ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। যার ফলে সড়ক ও মহাসড়ক খাতে ভারতের মোট প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে।

'বারৈয়ারহাট-হেঁকো-রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প'- ভারত সরকারের লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় মোট ৮০ দশমিক ৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্গত রামগড় উপজেলার বারৈয়ারহাট-হেঁকো-রামগড় সড়কের প্রায় ৩৮ কিলোমিটার অংশ প্রশস্তকরণের পরিকল্পনা করছে। যা চট্টগ্রাম বন্দর ও রামগড় স্থলবন্দরের মধ্যে সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নতিতে অবদান রাখবে।

এছাড়াও ভারত সরকারের অর্থায়নে ফেনী নদীর ওপর ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে, এই সড়ক প্রকল্পটি সাব্রুম-রামগড় এলসিএস-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিমুখী বাণিজ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধি করবে বলে জানিয়েছে ভারতীয় পক্ষ।

মাদক ব্যবসায়ী আলি আসগর শিরাজীকে গ্রেফতার

মুম্বই, ২৪ মে (হি.স.) : মাদক পাচারকারী আলি আসগর শিরাজিকে মুম্বই বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আলি আসগর শিরাজীকে মাদক মাফিয়া কৈলাশ রাজপুতের ঘনিষ্ঠ বলে জানা গেছে। মুম্বই পুলিশ আলি আসগর শিরাজির বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশও জারি করেছিল।

পুলিশ অনুসারে, মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের পুলিশ দল ১৫ মার্চ আন্ধেরি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫ কেজি ৭৪০ গ্রাম কেটামাইন এবং ভায়াগ্রার ২৩ হাজারেরও বেশি প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করে। কেটামিনের দাম ছিল ৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকা, ভায়াগ্রার দাম ৫৮ লাখ টাকা। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই চক্রের প্রধান আন্তর্জাতিক মাদক চোরাকারবারী কৈলাশ রাজপুত পলাতক। মুম্বাই পুলিশ কৈলাশ রাজপুত, আলি আসগর শিরাজি এবং অন্য একজনের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করেছে।

মঙ্গলবার রাতে আলি আসগর শিরাজি মুম্বাই বিমানবন্দর থেকে দুবাই যাওয়ার পথে পুলিশ তাকে আটক করে। মুম্বাই পুলিশ আলি আসগর শিরাজিকে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চালাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আলি আসগর শিরাজিকে গ্রেফতারের আগে পুলিশের দল শ্রীনগর ও দিল্লিতেও গিয়েছিল কিন্তু আলিকে ধরা যায়নি।

তৃতীয় বালুরঘাটের শ্রেয়া

বালুরঘাট, ২৪ মে (হি.স.) : উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয় বালুরঘাটের শ্রেয়া মল্লিক। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪। বালুরঘাট ললিত মোহন আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী আগামীদিনে ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। শ্রেয়ার এই ফলে ভীষণ খুশি তার বাবা অধীরকুমার মল্লিক ও মা তুলসী দে মল্লিক। প্রতিটি বিষয়ে তার গৃহশিক্ষক ছিল। তবে ঘড়ি ধরে পড়াশোনা করত না এই কৃতী ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি টিভি দেখতেও পছন্দ করে শ্রেয়া।

বুধবার প্রকাশিত হয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের ফল। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সাংবাদিক বৈঠক করে ফল ঘোষণা করেন। এবছরের উচ্চমাধ্যমিকের মেধা তালিকায় প্রথম দশে রয়েছে ৮৭ জন।

প্রথম হয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র শুভ্রাংশু সর্দার। ৪৯৬ নম্বর পেয়ে এককভাবে প্রথম হয়েছে সে। এদিন ফল প্রকাশ হলেও মার্কশিট মিলবে ৩১ মে থেকে। উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সংসদ সভাপতি।

নতুন সংসদ ভবন হবে স্বনির্ভর ভারতের প্রতীক : অমিত শাহ

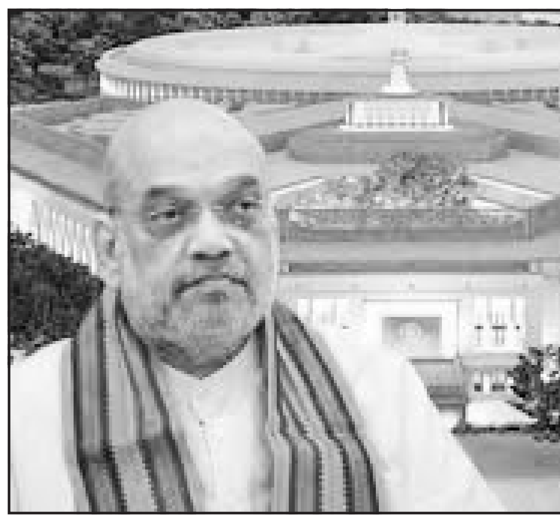

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : নতুন সংসদ ভবন হবে স্বনির্ভর ভারতের প্রতীক, সমস্ত ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্খা পূরণের কেন্দ্র। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

একইসঙ্গে বিরোধীদের বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়, রাজনীতির ঊর্ধে দেখা উচিত।

একটি টুইট বার্তায় অমিত শাহ উল্লেখ করেন, মোদী সরকার দেশের দরিদ্র এবং বঞ্চিত শ্রেণীর ক্ষমতায়নে পূর্ণ নিষ্ঠা এবং উৎসর্গের সঙ্গে নিযুক্ত রয়েছে এবং নতুন সংসদ ভবন এই প্রস্তাবের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির সাক্ষী হবে। অমিত শাহ জানান, সংসদ ভবন গণতন্ত্রে আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র, যা আমাদের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্য স্মরণ করিয়ে দেয় এবং দেশের সেবার জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। বুধবার নতুন দিল্লিতে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলের সময় তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার নবনির্মিত সংসদ ভবনটি দেশের উদ্দেশে উৎসর্গ করার সময় লোকসভা স্পিকারের আসনের কাছে সেঙ্গোল নামে একটি ঐতিহাসিক সোনার রাজদণ্ড স্থাপন করবেন।

ভারতের বৃদ্ধি অপ্রতিরোধ্য ও ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্ব নেতা হিসাবে আবির্ভূত হবে : জগদীপ ধনখড়

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : ভারতের বৃদ্ধি অপ্রতিরোধ্য ও ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্ব নেতা হিসাবে আবির্ভূত হবে। মন্তব্য করলেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতের এখন এমন বৃদ্ধি হচ্ছে, যা আগে কখনও হয়নি। ক্রমবর্ধমান এই প্রবৃদ্ধির গতি ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর বাড়বে। উপ-রাষ্ট্রপতি বুধবার নতুন দিল্লিতে বিএসএফ ইনভেস্টিচার অনুষ্ঠানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কর্মীদের মেধাপূর্ণ কাজের জন্য পুলিশ পদক প্রদান করেন।

ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার জন্য দেশের কৃতিত্বের প্রশংসা করেন উপ-রাষ্ট্রপতি। তিনি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং চোরাচালান এবং অন্য কোনও অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধে বিএসএফ জওয়ানদের ভূমিকারও প্রশংসা করেন। বিএসএফ মহিলা কর্মীদের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, বেটি পড়াও গণতন্ত্রের প্রস্ফুটিত এবং অর্থনীতির বৃদ্ধির জন্ম দিয়েছে।

উদ্বোধনের দিনেই নতুন সংসদ ভবনের সামনে মহাপঞ্চায়েত, ঘোষণা কুস্তিগিরদের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : আগামী রবিবার, ২৮ মে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন। আর সেই দিনটিতেই নিজেদের আন্দোলন আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিলেন কুস্তিগিররা। নয়া সংসদ ভবনের সামনে মহিলা মহাপঞ্চায়েত বসানো হবে বলে জানালেন ভিনেশ ফোগাট। নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে আমন্ত্রণ না জানানোয় ইতিমধ্যেই বিতর্ক তুঙ্গে। অনুষ্ঠান বয়কট করেছে ১৯ বিরোধী দল। তবে তারই মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়ে দেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করবেন। এই আবহে বিজেপি সরকারকে আরও চাপে ফেলতে প্রস্তুত ভিনেশ ফোগাটরা। জানান, "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী ২৮ মে নতুন সংসদ ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ মহিলা মহাপঞ্চায়েত বসাব। সুবিচারের জন্য আমাদের কণ্ঠস্বর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। ভবিষ্যতের মহিলা কুস্তিগিরদের সুরক্ষার কথা ভেবেই এই পদক্ষেপ।" এদিকে জাতীয় কুস্তি ফেডারেশন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের গ্রেফতারির দাবিতে আন্দোলনের একমাস পূর্তির দিন যন্তরমন্তর থেকে ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত মোমবাতি মিছিল করেন সাক্ষী মালিক, ভিনেশ ফোগাট, বজরং পুনিয়ারা। ন্যায় না মেলা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করে বললেন, "শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব।"

উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয় চাকুলিয়ার আবু সামা

চাকুলিয়া, ২৪ মে (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ার কৃষক পরিবারের ছেলে আবু সামা উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫। চাকুলিয়ার রামকৃষ্ণপুর প্রমোদ দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক)-এর এই ছাত্র ভবিষ্যতে আইপিএস হতে চায়।

আবু সামার বাবা জাহিরুদ্দিন কৃষক। অন্যের জমি লিজ নিয়ে তাতে চাষাবাদ করেন। যা আয় হয়, তা দিয়েই চলে সংসার। আবু জানিয়েছে, পরীক্ষার ৩-৪ মাস আগে থেকে ১০-১২ ঘণ্টা করে পড়াশোনা করত সে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে না পারায় একটা আক্ষেপ ছিল, কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল সেই আক্ষেপ পুষিয়ে দিয়েছে।

বুধবার প্রকাশিত হয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের ফল। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের (ঢক্ষছছক্ক) সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সাংবাদিক বৈঠক করে ফল ঘোষণা করেন। এবছরের (ছছ টুত্রন্দ্ভনন্ঠ ২০২৩) উচ্চমাধ্যমিকের মেধা তালিকায় প্রথম দশে রয়েছে ৮৭ জন। প্রথম হয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র শুভ্রাংশু সর্দার। ৪৯৬ নম্বর পেয়ে এককভাবে প্রথম হয়েছে সে। এদিন ফল প্রকাশ (ছছ টুত্রন্দ্ভনন্ঠ ২০২৩) হলেও মার্কশিট মিলবে ৩১ মে থেকে। উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সংসদ সভাপতি।

সোদপুর থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ বাজি

কলাকাতা, ২৪ মে (হি.স.) : এগরা, বজবজ, ইংরেজবাজার-একের পর এক বিস্ফোরণ কাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রাণ গিয়েছে বহু মানুষের। ঘটনার পর থেকেই প্রশ্নের মুখে পুলিশ প্রশাসন। এহেন অবস্থায় রাজ্য জুড়ে বেআইনি বাজির বিরুদ্ধে চলছে ব্যাপক ধরপাকড়। জেলায় জেলায় চলছে তল্লাশি অভিযান। এবার সোদপুর থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বাজি। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার ঘোলা থানার অন্তর্গত সোদপুর আনন্দলোক সেন্ট্রাল রোড এলাকা থেকে প্রায় ৩০০ কেজিরও বেশি বাজি উদ্ধার হয়। সুকান্ত নাথ নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি।

গুজরাটের সম্ভাজি নগরে গাড়ি দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজনের মৃত্যু

সম্ভাজি নগর, ২৪ মে (হি.স.) : বুধবার ভোররাতে গুজরাটের সম্ভাজি নগর জেলার সমৃদ্ধি হাইওয়ের কারমাদ-শেকতা গ্রামের কাছে একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় গুজরাটের একটি পরিবারের চারজন মারা গিয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা করমদ থানায় খবর দেয়। এই ঘটনায় নিহতরা হলেন সঞ্জয় রাজনভাই গৌড় (৪৩), কৃষ্ণ রাজনভাই গৌড় (৪), শ্রীনিবাস রামু গৌড় (৩৮) এবং সুরেশভাই গৌড় (৪১)। এই লোকেরা গুজরাটের সুরাটের লিফ সিটি কার্দোয়ার বাসিন্দা ছিল। করমদ থানার দল ঘটনাটি তদন্ত করছে। পুলিশ জানায়, গৌড় পরিবার সুরাটে গার্মেন্টস ব্যবসা চালায়। তেলেঙ্গানায় গৌড় পরিবারের এক প্রবীণ মারা গেছেন। চার ভাইবোন গাড়িতে ইর্টিগায় এক আত্মীয়ের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে চারজন গাড়িতে করে সুরাটের উদ্দেশ্যে রওনা হন। আজ ভোর ৩টার দিকে সমৃদ্ধি মহাসড়কের করমাদ-শেকতা গ্রামের কাছে যাওয়ার পথে হঠাৎ গাড়ির চালক ঘুমিয়ে পড়ে, যার কারণে সে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এসময় দ্রুতগতির গাড়িটি ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে ভর্তির পর একজন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দুর্ঘটনায় গাড়ির পেছনের সিটে বসা এক যুবক অল্পের জন্য রক্ষা পান।

বান্নে মমতা-কেজরি বৈঠক নিয়ে তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) :অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক এবং আলোচনা শেষে নবান্নে বসে দুই মুখ্যমন্ত্রীব সাংবাদিক সম্মেলনের নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, নবান্ন রাজ্য সচিবালয়। কিন্তু সেটাকে কার্যত তৃণমূলের পার্টি অফিস হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়য় ব্যবহার করছেন বলেও অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা। যদিও শুভেন্দুর পালটা দিতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেসও। অমিত শাহের সরকারি দফতরে শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

কেজরিওয়াল এবং ভগবন্ত মানের সঙ্গে বুধবার বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধায় । আর সেই বৈঠকের নির‍্যাস বলতে গিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রীতিমতো আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে একের পর এক তির ছোঁড়েন মমতা । দিল্লি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পালটা কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্স নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মমতা।

এই ইস্যুতে তৃণমূল যে আপের পাশেই দাঁড়াচ্ছে তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। এরই পাশাপাশি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধেও ওইদিন তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুভেন্দুবাবু টুইটারে লিখেছেন, 'নবান্ন রাজ্যের প্রধান সচিবালয়, তৃণমূল দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সচিবালয়কে অনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জন্য সচিবালয়কে ব্যবহার করেছেন।"

এরই সঙ্গে শুভেন্দুবাবুর অভিযোগ, রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীও এই রাজনৈতিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সমালোচকদের উদ্দেশে বিরোধী দলনেতা একাধিক প্রশ্নও তুলে দিয়েছেন । তাঁর মতে, রাজ্য সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীরা বৈঠক করলেও আলোচনার সূচী কী ছিল, তা জানা নেই।" পাশাপাশি তিনি লেখেন, 'রাজ্য সরকার এবং দিল্লি সরকারের মধ্যে কোনও মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল? রাজ্যের শিক্ষা দফতর দিল্লির শিক্ষা দফতরকে প্রশিক্ষণ দেবে, কীভাবে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও সততার সঙ্গে পরিচালনা করতে হয়? দিল্লি সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তাদের মদ নীতি গ্রহণ করতে সাহায্য করবে?'

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বিয়ে!

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ মে (হি. স.) : বুধবার সকালে ঘর থেকে ১৭ বছরের আশ মহম্মদ এবং সাহানা আরা নামে এক নাবালক যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে খড়দা থানা এলাকার আগরপাড়ায়। পরিবারের দাবি, ওই দুই নাবালক চার মাস আগে নিজেরা বিয়ে করেছিল। খড়দা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে । দু'জনের অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় পুলিশ বিয়ের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের পরিবারের বক্তব্য, আশ মহম্মদ এবং সাহানা দু'জনেরই বয়স ১৭ বছর ।বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে না থেকে তারা পাশেই আদালা বাড়িতে থাকত দু'জনে। আশ মহম্মদ কাঠের আসবাবপত্রের কাজ করত। গতকাল রাতে তার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। সেই সময় সাহানার সঙ্গে আশের বোন রুজিয়ানা ছিলেন। তবে, মাঝরাতে আশ ফিরলে রুজিয়ানা বাড়ি ফিরে যান। রুজিয়ানার দাবি অনুযায়ী, রাতে সব স্বাভাবিক ছিল। বুধবার সকালে দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলেও আশ মহম্মদ এবং সাহানা ঘরের দরজা খুলছিল না দেখে সকলে তাদের ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু, ভিতর থেকে কোনও সাড়া শব্দ না-পেয়ে দরজা ভাঙা হয়।

উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেজরিওয়াল ও ভগবন্তের; সঙ্গী সঞ্জয়, রাঘব ও অতিশী

মুম্বই, ২৪ মে (হি.স.) : মুম্বইয়ে গিয়ে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করলেন দিল্লি ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার মুম্বইয়ে গিয়ে উদ্ধব ঠাকরে ও সাংসদ সঞ্জয় রাউতের সঙ্গে দেখা করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আম আদমি পার্টির নেতা সঞ্জয় সিং, রাঘব চাড্ডা ও অতিশী।

উদ্ধব ঠাকরে ও সঞ্জয় রাউতের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও ভগবন্ত মান। আলোচনায় মূলত উঠে এসেছে বিরোধী ঐক্য নিয়েই, এমনটাই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। কেজরিওয়াল বলেছেন, 'উদ্ধব ঠাকরে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁরা সংসদে আমাদের সমর্থন করবে এবং যদি এই বিল (অর্ডিন্যান্স) সংসদে পাস না হয়, তবে ২০২৪ সালে মোদী সরকার আবার ক্ষমতায় আসবে না।' উদ্ধব বলেছেন, 'দেশ ও গণতন্ত্র বাঁচাতে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। আমি মনে করি আমাদের "বিরোধী দল" বলা উচিত নয়, আসলে তাঁদের (কেন্দ্র) "বিরোধী দল" বলা উচিত। কারণ তারা গণতন্ত্র ও সংবিধানের বিরোধী।

উল্লেখ্য, এর আগে মঙ্গলবার কলকাতায় এসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কেজরিওয়াল ও মান-সহ অন্যান্যরা।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

মাঝেমাঝেই পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা হয়?

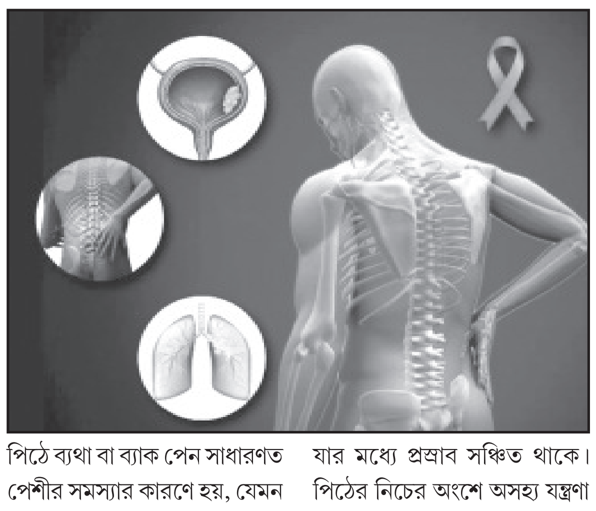

পিঠে ব্যথা বা ব্যাক পেন সাধারণত পেশীর সমস্যার কারণে হয়, যেমন - আঘাত লাগা, ভুল পদ্ধতিতে ঘুমানো অথবা এক টানা বসে বসে কাজ করা। তবে পর্যাপ্ত বিশ্রাম, গরম-ঠান্ডা থেরাপি বা হালকা স্ট্রেচিং করে ব্যাক পেনের সমস্যা নিরাময় করা যেতে পারে। ব্যাক পেন কেবলমাত্র এই সব সাধারণ কারণের জন্যই হয় না, এটি বিভিন্ন ক্যান্সারের লক্ষণও হতে পারে।

বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সারের কারণে হতে পারে ব্যাক পেন। আমরা সাধারণ পিঠে ব্যথা মনে করে এই লক্ষণকে অতটাও গুরুত্ব দিই না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চলতে থাকলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোন কোন ক্যান্সারের কারণে পিঠে ও কোমরে মারাত্মক ব্যথা হতে পারে -

মূত্রাশয় ক্যান্সার- আমাদের তলপেটের একটি অঙ্গ মূত্রাশয়, যার মধ্যে প্রস্রাব সঞ্চিত থাকে। পিঠের নিচের অংশে অসহ্য যন্ত্রণা বা ব্যথা হওয়া মূত্রাশয় ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। ইয়েল মেডিসিনের মতে, মূত্রাশয়ের গভীরতম টিস্যুতে টিউমার বেড়ে ওঠা খুবই সাধারণ।

পিঠের নিচের অংশে ব্যথা সাধারণত মূত্রাশয় ক্যান্সারের অ্যাডভান্স রূপের লক্ষণ। যদি মূত্রাশয় ক্যান্সারের অন্যান্য লক্ষণগুলির পাশাপাশি পিঠের নিচের অংশেও ব্যথা হয়, তবে অবিলম্বে চিকিতা করানো উচিত।

মেরুদণ্ডের ক্যান্সার-মেরুদণ্ডের ক্যান্সার ব্যাক পেনের অন্যতম কারণ হতে পারে, যদিও এটি খুবই বিরল। এই ব্যথা মেরুদণ্ডের -এর কারণে হতে পারে, যা শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে না।

মেরুদণ্ডের ক্যান্সারের অনতম প্রাথমিক লক্ষণ হল ব্যাক পেন। সময়ের সাথে সাথে এই ব্যথা আরও বাড়তে পারে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে যেমন হিপ, পা, পায়ের পাতা বা বাহুতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ফুসফুসের ক্যান্সার

ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণেও ব্যাক পেন হতে পারে। ব্যাক পেনের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্য কোনও উপসর্গ লক্ষ্য করে থাকলে অবশ্যই ডাক্তার দেখান।

ফুসফুসের ক্যান্সার সাধারণত দুই ধরনের হয় - নন স্মল সেল লাং ক্যান্সার এবং স্মল সেল লাং ক্যান্সার। প্রথমটা ফুসফুসের ক্যান্সারের সবচেয়ে সাধারণ রূপ এবং স্মল সেল লাং ক্যান্সারের তুলনায় এর বেঁচে থাকার হারও বেশি।

অন্যান্য লক্ষণ-ব্যাক পেনের পাশাপাশি, এই তিনটি ক্যান্সারের অন্যান্য লক্ষণগুলি হল - ১) মূত্রাশয় ক্যান্সারের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে - ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবে রক্ত এবং প্রস্রাবের সময় ব্যথা বা যন্ত্রণা।

২) মেরুদণ্ডের ক্যান্সারের লক্ষণগুলি হল - অসাড়তা, দুর্বলতা, বাহু ও পায়ের অবস্থা খারাপ এবং প্যারালইসিস।

৩) ফুসফুসের ক্যান্সারের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে - কাশিতে রক্ত পড়া, ক্রমাগত শ্বাসকষ্ট, দীর্ঘস্থায়ী কাশি। কাশি দুই বা তার বেশি সপ্তাহ ধরেও থাকতে পারে।

মলদ্বারে অস্ত্রোপচার না করেই কি পাইলস সারে?

পাইলস হল পায়ুপথের জটিল রোগগুলোর একটি।এই রোগে রোগীরা সাধারণত পায়ুপথ দিয়ে রক্তক্ষরণ, পায়ুপথ ফুলে যাওয়া, ব্যথা অনুভব করা, পায়ুপথ দিয়ে পাইলস বেরিয়ে আসা, মলদ্বারের চারপাশে চুলকানো বিভিন্ন উপসর্গের কথা বলে থাকেন। উপসর্গগুলো দীর্ঘমেয়াদে জিইয়ে রাখলে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

এ কারণে পাইলসের চিকিৎসায় অস্ত্রোপচার অনেক সময় জরুরি হয়ে উঠে। তবে অনেক ক্ষেত্রে মলদ্বার না কেটেও অনেক সময় অস্ত্রোপচার করা হয়ে থাকে বলে জানান এক দল চিকিৎসকরা। পাইলস পায়ুপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে কিনা তার ওপর নির্ভর করে পাইলসকে চার মাত্রায় বিভক্ত করা হয়ে থাকে এবং পাইলস চিকিতা বহুলাংশে এ মাত্রা বিভেদের ওপর নির্ভরশীল। পায়ুপথে শুধু রক্তক্ষরণ প্রথম ডিগ্রি/মাত্রা পাইলসের বৈশিষ্ট্য, এ মাত্রার পাইলস কখনই পায়ুপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাত্রা পাইলস পায়ুপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে মলত্যাগ করার সময়ে কিন্তু মলত্যাগ সম্পন্নের পর দ্বিতীয় মাত্রার ক্ষেত্রে নিজ হতেই মলদ্বারের ভেতরে চলে যায় এবং তৃতীয় মাত্রা পাইলসের ক্ষেত্রে রোগীকে অঙ্গুল দ্বারা চাপ দিয়ে আবার মলদ্বারের ভেতরে প্রতিস্থাপন করতে হয়। চতুর্থ মাত্রার পাইলস সব সময়ই পায়ুপথের বাইরে অবস্থান করে। প্রথম মাত্রা এবং প্রথমাবস্থায় দ্বিতীয় মাত্রা পাইলস চিকিতা।ইনজেকশন ও ব্যান্ড লাইগেশনের মাধ্যমে চিকিতা করা হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে খাদ্য অভ্যাস এবং জীবনধারা পদ্ধতি পরিবর্তন করে নরম কিন্তু শক্ত অথবা পাতলা নয় এমন মল ত্যাগ করার অভ্যাস করা। উপরিউক্ত চিকিতার মাধ্যমে প্রথম মাত্রা এবং প্রথমাবস্থায় দ্বিতীয় মাত্রা পাইলসের চিকিতা সম্ভব হতে পারে। ১৯৯৩ সালে ইতালির প্যালেরমো বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্যবিভাগের অধ্যাপক ডা. এন্টোনিও লংগো নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে মলদ্বারে ক্ষত না করে, চর্ম অথবা মাংস না কেটে পাইলসের অত্যাধুনিক অপারেশন আবিষ্কার করেন। এই অত্যাধুনিক পদ্ধতি "স্ট্যাপলেড হেমোরহাইডেক্টমি" অথবা "স্ট্যাপলেড হেমোরহাইডোপেক্সি" নামকরণে ভূষিত। এটি একটি অস্ত্রোপচারপদ্ধতিযা অস্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হিমোরোডিয়াল (পাইলস) টিস্যু অপসারণ করে, তারপরে অবশিষ্ট হেমোরোডিয়াল (পাইলস) টিস্যুকে তার স্বাভাবিক শারীরিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনে।

যেভাবে পুরুষদের মাথায় চুল পড়া কমানো যেতে পারে

চুল পড়া পুরোপুরি বন্ধ না হলেও অন্তত কমবে। পুরুষের চুল পড়া সমস্যা রোধের কিছু উপায় হচ্ছে- খাদ্যাভ্যাস ঠিক রাখা, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং চিকিতকের পরামর্শ নেওয়া। চুল পড়া রুখতে পর্যাপ্ত জল পান করুন। শরীরে জলের অভাব দেখা দিলে চুলের গ্রন্থিগুলো দুর্বল হয়ে যায়।

ফলে চুলের ঘনত্ব কমে যায় এবং চুল পড়া শুরু হয়। তাছাড়া শরীরে জলের অভাব দেখা দিলে নতুন চুলগ্রন্থি তৈরি হয় না। ফলে মাথায় চুলের পরিমাণ বাড়ে না। চুল পড়া রোধে পর্যাপ্ত জল পান করুন। এর মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যারা চুল পড়া নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় ভোগেন। ফলাফল হিসেবে চুল পড়ার হার বেড়ে যায়। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তার ফলে চুলপড়াজনিত নানারকম সমস্যা বেড়ে যায়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টেলোজেন এফ্লুভিয়াম (যার ফলে মাথা থেকে আপনাআপনি চুল ঝরে যায়) এবং ট্রিকোটেলোমেনিয়া (যার ফলে বারবার চুল টানার ইচ্ছা জাগে ফলে মাথা থেকে প্রচুর পরিমাণে চুল পড়ে যায়)। সুতরাং মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা এড়াতে নিয়মিত বিভিন্ন ব্যায়াম করুন। গবেষণায় দেখা গেছে ধূমপান এবং মদ্যপান চুল পড়ার জন্য দায়ী। ধূমপানের ফলে শরীরের রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। ফলে আপনার চুলের গ্রন্থিগুলোতে সঠিক মাত্রায় রক্তপ্রবাহ না থাকায় চুল পড়া শুরু হয়। অন্যদিকে মদ্যপানের ফলে শরীরে জলশূন্যতা এবং নানানরকম পুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দেয়। ফলে চুল পড়ার হার বৃদ্ধি পায়।

অতিরিক্ত শরীরচর্চাও বাড়িয়ে দেয় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি

চিকিৎসকরা সুস্থ থাকতে ওজন কমানোর কথা বলেন। কারণ, শরীরের বাড়তি ওজন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরলের মতো ক্রনিক সমস্যার জন্ম দেয়। কিন্তু অনেক সময়ে ওজন কমানোর প্রবণতায় হিতে বিপরীত হতে পারে। মাত্রাছাড়া ডায়েট প্রভাব ফেলে হৃদযন্ত্রে।

বাড়িয়ে তোলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি। শুধু ডায়েট কেন অতিরিক্ত পরিমাণে শরীরচর্চাও কিন্তু হার্টের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাতে পারে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে শরীরচর্চার অভ্যাস নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু তার একটি নির্দিষ্ট মাত্রা থাকা প্রয়োজন। সীমা পেরিয়ে গেলেই ক্ষতি। ডায়েট এবং নিয়ম করে শরীরচর্চা করার অভ্যাস, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার একমাত্র উপায়। তবে এগুলো করতে গিয়ে শরীরের কথা ভুলে গেলে চলবে না। ডায়েট হতে হবে স্বাস্থ্যকর। না খেয়ে থাকলেন আর রোগা হয়ে গেলেন, ব্যাপারটি কিন্তু মোটেই এতো সহজ নয়। ডায়েট হতে হবে স্বাস্থ্যকর এবং সুষম। রোগা হওয়ার পর্বে প্রতিদিনকার খাবারে অনেকেই ক্যালোরি, কার্বোহাইড্রেট রাখেন না। পুষ্টিবিদদের মতে, এই সিদ্ধান্ত কিন্তু ভুল। সব ধরনের পুষ্টি শরীরে যাওয়া প্রয়োজন। তাহলেই রোগ হওয়ার পথ আরো দ্রুত মসৃণ হবে। "লো ক্যালোরি ডায়েট" "ক্র্যাশ ডায়েট" এখন বেশ জনপ্রিয়। চিকিতকরা জানান, এই ধরনের ডায়েট প্রভাব ফেলে হৃদ্যন্ত্রে। কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার হৃদযন্ত্রের রক্ত সঞ্চালন ব্যহত করে। হৃতিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এমন কিছু খাবার বেছে নিন যেগুলো একই সঙ্গে ওজন কমায় আবার হার্টের স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখে।

আপনার শিশুকে দীর্ঘ সময় ডায়াপার পরিয়ে রাখলে যে ক্ষতি হয়

আমরা সাধারণত নিজেদের শিশুকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ডায়াপার পরিয়ে নিই। এছাড়া রাতে ঘুমনোর সময়ও ডায়াপার পরা থাকলে পাশে মাও একটু ঘুমোতে পারেন। এটি না পরালে বার বার ঘুম থেকে উঠে কাঁথা পাল্টানোর দরকার পড়ে।এই ডায়পার অনেক মা-বাবাই প্রায় তিন বছর বয়স পর্যন্ত সন্তানকে পরিয়ে রাখেন।

বেশিরভাগ অভিভাবকই মনে করেন, শিশুকে ডায়াপার পরিয়ে রাখা মানে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা। বিশেষ করে, বাইরে বেরোনোর সময় কিংবা রাতে একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রামের কারণে সন্তানকে ডায়াপার পরিয়ে রাখেন। ডায়াপার ব্যবহারের সুবিধা থাকলেও, এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে। দীর্ঘ সময় ডায়াপার ব্যবহারের ফলে শিশুর ত্বক ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। এর ফলে হতে পারে অ্যালার্জি। শিশুদের ত্বক খুবই নরম ও মসৃণ হয়, তাই সামান্য অবহেলাতেই তাদের ত্বকের বিরাট ক্ষতি হতে পারে। ডায়াপার তৈরিতে সিন্থেটিক ফাইবার, রং এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পণ্য ব্যবহার করা হয়। এসব ডায়াপার ব্যবহারে শিশুর সেনসিটিভ ত্বকের ক্ষতি হয় এবং অ্যালার্জিও হতে পারে। তাই, এমন ডায়াপার ব্যবহার করুন যা অত্যন্ত নরম এবং স্কিন-ফ্রেন্ডলি উপকরণ দিয়ে তৈরি। দীর্ঘ ডায়াপার পরাতে ব্যাশ হতে পারে। শিশুদের ডায়াপার ব্যাশ খুব সাধারণ সমস্যা। ভেজা নোংরা ডায়াপার দীর্ঘক্ষণ পরে থাকলে তাতে ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি করে এবং সেখান থেকেই ত্বকে ব্যাশ, লালচে ভাব হতে পারে। শিশুকে ডায়াপার পরালে অবশ্যই নিয়মিত তা বদলানোর কাজটি মনোযোগ দিয়ে করতে হবে। ডায়াপার এমন উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়, যা সহজেই প্রস্রাব শোষণ করতে পারে। এই উপাদানই শিশুর ডায়াপারের ভেতরে বাতাস প্রবেশে বাধা দিতে পারে, ফলে ডায়াপারের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হতে পারে। ডায়াপার বেশি ব্যবহার করলে শিশুর ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। তাই, ঘন ঘন শিশুর ডায়াপার পরিবর্তন করুন।

অ্যালার্জি কেন হয়? এটা থেকে যেভাবে মুক্তি পাবেন

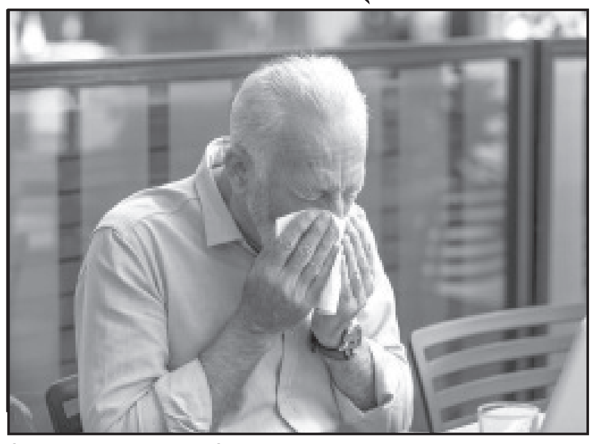

শিশু থেকে বৃদ্ধ- সব বয়সি মানুষ অ্যালার্জি রোগে ভুগে থাকে। অ্যালার্জিতে হাঁচি থেকে শুরু করে খাদ্য এবং ওষুধের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে অ্যালার্জি সামান্য অসুবিধা সৃষ্টি করে। আবার কারও ক্ষেত্রে জীবনকে বিষিয়ে দেয়।

হঠাতকরে হাঁচি এবং পরে শ্বাসকষ্ট হলে অথবা ফুলের গন্ধ নিচ্ছেন বা গরুর মাংস, চিংড়ি, ইলিশ, গরুর দুধ, বেগুন খেলেই শুরু হলো গা চুলকানি বা চামড়ায় লাল লাল চাকা হয়ে ফুলে ওঠা। এগুলো হলে আপনার অ্যালার্জি আছে ধরে নিতে হবে। প্রশ্ন হল, অ্যালার্জি কী? কেন হয় এবং কীভাবে এড়ানো যায়? আসলে প্রত্যেক মানুষের শরীরে এক একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম থাকে, কোনো কারণে এই ইমিউন সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দিলে তখনই অ্যালার্জির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আমাদের শরীর সবসময়ই ক্ষতিকর বস্তুকে (পরজীবী, ছত্রাক, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া) প্রতিরোধের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টাকে রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া বা ইমিউন বলে। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের শরীর সাধারণত ক্ষতিকর নয়, এমন অনেক ধরনের বস্তুকেও ক্ষতিকর ভেবে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। সাধারণত ক্ষতিকর নয়, এমন সব বস্তুর প্রতি শরীরের এই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে অ্যালার্জি বলা হয়। এর উপসর্গ হচ্ছে- অনবরত হাঁচি, নাক চুলকানো, নাক দিয়ে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, কারও কারও চোখ দিয়েও জল পড়ে এবং চোখ লাল হয়ে যায়। চামড়ার কোথাও কোথাও শুকনো, খসখসে, ছোট ছোট দানার মতো ওঠা। বহিস্থ উপাদান বা অ্যালার্জেনের সংস্পর্শে ত্বকে প্রদাহ হলে তাকে অ্যালার্জিক কনটাক্ট ডারমাটাইটিস বলা হয়। এর লক্ষণ ও উপসর্গ। ত্বকে ছোট ছোট ফোসকা পড়ে। ফোসকাগুলো ভেঙে যায়। চুয়ে চুয়ে জল পড়ে। ত্বকের বহিরাবরণ উঠে যায়। ত্বক লালচে হয় এবং চুলকায়। চামড়া ফেটে আঁশটে হয়।এ গুলি থেকে রক্ষা পেতে রক্তে ইয়োসিনোফিলের মাত্রা বেশি আছে কিনা, তা পরিক্ষা করে দেখুন। সিরাম আইজিইর মাত্রা,: সাধারণত অ্যালার্জি রোগীদের ক্ষেত্রে আইজিইর মাত্রা বেশি থাকে। স্কিন প্রিক টেস্ট , এ পরীক্ষায় রোগীর চামড়ার ওপর বিভিন্ন অ্যালার্জেন দিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং এই পরীক্ষাতে কোন কোন জিনিসে রোগীর অ্যালার্জি আছে তা ধরা পড়ে। স্পেসিফিক আইজিই টেস্ট , এই পরীক্ষা স্কিন পিক টেস্টেরই অংশ। এ পরীক্ষাটি ডিজিটাল পদ্ধতির, রক্ত নিয়ে করা হয়। বুকের এক্স-রে করুন, হাঁপানি রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা শুরু করার আগে অবশ্যই বুকের এক্স-রে করে নেওয়া দরকার যে, অন্য কোনো কারণে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা। অ্যালার্জেন পরিহার করুন। যখন অ্যালার্জির সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, তখন তা পরিহার করে চললেই সহজ উপায়ে অ্যালার্জি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ওষুধ প্রয়োগে অ্যালার্জি ভেদে ওষুধ প্রয়োগ করে অ্যালার্জির উপশম অনেকটা পাওয়া যায়। অ্যালার্জি দ্রব্যাদি এড়িয়ে চলা ও ওষুধের পাশাপাশি ভ্যাকসিনও অ্যালার্জিজনিত রোগীদের সুস্থ থাকার অন্যতম চিকিৎসা পদ্ধতি।

টক-মিষ্টি এই ফলটি স্বাদে-গুণে সেরা

এই ফল খুব দামি মোটেই নয়, আবার সস্তাও নয়। কোভিড পরবর্তী সময়ে দর বেড়েছে এই লের। বহুযুগ আগে থেকেই মায়েরা বাচ্চাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য এই ফল নিয়ম করে খাওয়াতেন। স্বাদের দিক থেকে মোসাম্বি তুলনাহীন। পাকা হলে তা হয় চিনির মত মিষ্টি। এছাড়াও মোসাম্বির মধ্যে রয়েছে পটাসিয়াম, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ।

যে কারণে মোসাম্বি আমাদের ত্বকের জন্যেও খুব ভাল। মোসাম্বির এই পুষ্টিগুণের জন্যই সব সময় পুষ্টিবিদরা এই ফলটি খাওয়ার পরামর্শ দেন। রোজ একটা করে মোসাম্বি খেতে পারলে খুবই ভাল। গ্রীষ্মকালে বেশি পাওয়া গেলেও এখন বছরভর বাজারে পাওয়া যায় এই ফল। শরীরে রোজকারের ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করতে এবং রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে এই ফলটির জুড়ি মেলা ভার।

ত্বকের জন্য দারুণ ভাল--- মোসাম্বির মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিচামিন সি। যা ত্বকে কোলাজেন তৈরি করতে সাহায্য করে। এটি একটি প্রয়োজনীয় প্রোটিন। যা ত্বককে দৃঢ় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও লেবুর মধ্যে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যে কারণে বার্ধক্য অনেক দেরীতে আসে। ত্বকে বয়সজনিত কোনও ছাপ পড়ে না।

ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়- মোসাম্বিলেবুর মধ্যে থাকে লিমোনয়েড নামের একপ্রকার যৌগ। যা ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। হজমে সাহায্য করে- মোসাম্বিতে থাকে ফ্ল্যাভিনয়েড যা আমাদের হজমে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে পাচক রস, অ্যাসিড এবং পিত্তের নিঃসরণ বাড়িয়ে হজমে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে পাকস্থলিতে একরকমের পাচক রস তৈরি করে যা রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে বিষাক্ত টক্সিন শরীর থেকে বের করে দেয়।

এছাড়াও মোসাম্বির আরও যা কিছু উপকারিতা রয়েছে

মোসাম্বি শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে। ফলে ব্রণর সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায়। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে অনেক রকম সমস্যা থেকেও দূরে রাখে। এছাড়াও রোজ মোসাম্বি খেলে চোখে ছানি পড়ে না।

অ্যান্টি ব্লিচ হিসেবে কারণ কাজ করে এই ফল। রোজ খেতে পারলে ত্বকের জন্য আর কিছু প্রয়োজন পড়বে না।

অনেকেই এই ফল গোটা খেতে পারেন না। সেক্ষেত্রে বাড়িতেই জুস বানিয়ে খান। রোজ এককাপ করে মোসাম্বির জুস খেলে একাধিকু পকারিতা পাওয়া যায়।

গর্ভবতী মহিলারা যে পানীয় বেশি পান করবেন

সন্তানের সুস্থতা এবং নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এই সময় হবু মাকে বেশ কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেন ডাক্তাররা। প্রিয় খাদ্যগুলো ডায়েট থেকে বাদ চলে যায় এবং যেগুলো একবারেই খেতে ভালো লাগে না, অনিচ্ছা সত্বেও সেগুলোই খাদ্যতালিকায় যোগ করতে হয়।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মা এবং গর্ভস্থ শিশু উভয়ই সুস্থ থাকতে হলে বেশ কিছু পানীয় নিয়মিত খাওয়া অত্যন্ত জরুরি। এ তালিকায় প্রথমে থাকবে টাটকা ফলের রস।ফলের রস গর্ভবতী মহিলাদের ডায়েটরি ফাইবার সরবরাহ করে। গর্ভাবস্থায় সব ধরনের মৌসুমি ফলের রস খাওয়া যেতে পারে। প্রায় সব ফলই আমাদের দেহে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এবং খনিজ সরবরাহ করে, যা ক্রমবর্ধমান শিশুর জন্য অপরিহার্য। এছাড়া গর্ভবতী অবস্থায় বিভিন্ন সবজি দিয়ে তৈরি সুপ নিয়মিত গ্রহণ করা উচিত। সুপ আমাদের শরীরে পুষ্টি সরবরাহ করে এবং গর্ভাবস্থায় যে সব মহিলা খাবার খেতে চান না, তাদের খিদে বাড়াতে সাহায্য করে। ব্রকলি, গাজর, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, টমেটো, এ সব সবজি দিয়ে তৈরি সুপ দেহে প্রোটিন এবং ফাইবার সরবরাহ করে। বাটারমিল্ক বা ঘোল পাচনতন্ত্রকে প্রশমিত করে এবং গর্ভাবস্থায় অম্বলের সমস্যা দূর করে। ঘোল আমাদের অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়া বাড়াতেও সাহায্য করে। গরমকালে দিনের বেলা এ পানীয় খেলে শরীরে তরল এবং লবণের ঘাটতি দূর হয়। এগুলির পাশাপাশি দুধ পান করা উচিত।দুধ হলো ক্যালসিয়ামের অন্যতম উৎস। শিশুর হাড় ও দাঁতের বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই গর্ভাবতীদের নিয়মিত দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য খাওয়া আবশ্যক। সর্বোপরি লেবুর জল খাবেন।লেবুর জল এক ধরনের শক্তিদায়ক পানীয়। সকালে এক চা চামচ মধুর সঙ্গে লেবুর জল খেতে পারেন।

ভাত খাওয়ার পরই কেন ঘুম পায়?

স্বাস্থ্য সচেতনরা ভাত মোটামুটি এড়িয়েই চলেন। বাঙালিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষেরা নিয়মিত ভাত খেয়ে অভ্যস্ত। হরেক পদের সঙ্গে ভাত খাওয়ার মজাই আলাদা। তবে দুপুরে ভাত খেলে অনেকেরই ঘুম ঘুম পায়। অনেকে তো আবার খাওয়ার পর ভাত ঘুমে বিশ্রাম নেন।

তবে কেন ভাত খাওয়ার পর ঘুম পায়? এ বিষয়ে পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন, ভাতে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা থাকায় তা গ্লুকোজে পরিণত হয়। গ্লুকোজের জন্য ইনসুলিনের দরকার হয়। শরীরে ইনসুলিনের পরিমাণ বেড়ে গেলে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড ট্রিপটোফ্যান দুই হরমোন মেলাটোনিন ও সেরাটোনিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। হঠাতকরে দুই হরমোন বেড়ে যাওয়ার কারণেই ঘুম ঘুম ভাব হয়। ভাত খাওয়ার পর পরই ঘুম পাওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়। এ ঘটনা তখনই ঘটে যখন শরীর হজমের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন, এটা ঠেকানো যায় কীভাবে? এর জন্য কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর পরই ঘুমিয়ে পড়া উচিত নয়। এতে হজম কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ সময় ঘুমিয়ে পড়া ঠেকাতে দুপুরের বেশি খাবার না খাওয়াই উচিত। খাবারের তালিকায় ৫০ শতাংশ সবজি, ২৫ শতাংশ প্রোটিন ও ২৫ শতাংশ শর্করা রাখুন। তাহলে শরীর সুস্থ থাকবে। দুপুরে ঘুমের সমস্যা এড়াতে ভাতের পরিবর্তে রুটিও খেতে পারেন।

ভারত সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করলে অন্য কারও কাছে যেতে হয় না : কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৪।। লাইন অফ ক্রেডিটের (এলওসি) মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশে বেশ কিছু ইনভেস্টমেন্ট (বিনিয়োগ) নিয়ে এগিয়ে এসেছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ভারত যদি বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করে, তাহলে আমাদের অন্য কারও কাছে যেতে হয় না। তিনি বলেন, বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো -রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর যে স্থাপন, সেটাও এলওসির একটি প্রজেক্ট। একইসঙ্গে রামগড়ের মৈত্রী সেতু হয়ে গেছে। এর ফলে চট্টগ্রামের সঙ্গে সংযোগ বাড়বে। পাশাপাশি কক্সবাজার এয়ারপোর্টের বর্ধিতকরণের কাজ প্রায় শেষের দিকে। ঢাকায় যে তৃতীয় টার্মিনাল করা হয়েছে, তা অক্টোবরের দিকে সফট ওপেনিং করার সম্ভাবনা আছে। বুধবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সড়ক ভবনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কনফারেন্স হলে 'বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন' অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, ভারত যদি বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করে, তাহলে আমাদের অন্য কারও কাছে যেতে হয় না। আমাদের রোড কানেক্টিভিটি ও রেল সেক্টরে দুই দিক থেকেই কানেক্টিভিটি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। পাশাপাশি আরও নতুন নতুন দুয়ার উন্মোচিত হচ্ছে। ভারতের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন বেড়েছে। এর ফলে উভয় দেশই লাভবান হয়েছে। এই কথাগুলো আমাদের আজকে স্বীকার করতে হবে। আমি ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই আমাদের নিজেদের স্বার্থে, আমাদের জাতীয় স্বার্থে ও আমাদের উন্নয়নের স্বার্থে। আমরা যদি ভারতকে হোস্টাইল (প্রতিদ্বন্দ্বী) করার নীতি অব্যাহত রাখতাম, তাহলে আমরা আরও পিছিয়ে যেতাম। আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। বর্তমান পৃথিবীতে সম্পর্কের যে বাস্তবতা... সেখানে ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের যে সেতুবন্ধন, তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উন্নয়ন সবদিক থেকে উভয়েরই সুবিধা হয়েছে। বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে ভারতের যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা হতো, তা এখন করার কোনও সুযোগ নেই। পাশাপাশি ভারতও সেই সুযোগ দিচ্ছে না। আমাদের মতো তারাও এ ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতিতে অগ্রসর হচ্ছে। আজকে সীমান্তে ক্রস বর্ডার টেরোরিজমের ফলে উভয় দেশের জন্য যতটা ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আসত, সেটা এখন আর হচ্ছে না। তবে দুই দেশের মধ্যে যদি মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়, তাহলে আমরা আর সামনে এগোতে পারব না, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পিছিয়ে থাকবে। সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নে ভারতের পক্ষ থেকে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি জানিয়ে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদি যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন ভারতের পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন অনুমোদন হয়েছে। তখন কেউ এই বিষয়ে কোনও আপত্তি করেনি। ভারত সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন করেছে। এটা একটা ঐতিহাসিক কাজ। আমরা যদি পারস্পরিক সম্পর্কের সংশয়ের দেয়ালটা না ভাঙতাম, তাহলে কিন্তু এটা করা সম্ভব ছিল না। ওবায়দুল কাদের বলেন, '১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশের কানেক্টিভিটির বন্ধন রচিত হয়েছিল। কিন্তু ৭৫ এর পরে থেকে দীর্ঘ ২১ বছরে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের কানেক্টিভিটিতে ছেদ পড়েছিল। আর এই ছেদ দূর হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দুর্দান্ত বিদেশ নীতির কারণে। বর্তমানে ভারত বাংলাদেশের সেই ব্যবধান আমরা অনেকটা দূর করতে পেরেছি। তবে এখনও কিছু সমস্যা আমাদের মধ্যে আছে। আমি মনে করি, আমাদের দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যদি বন্ধুত্বপূর্ণ থাকে ও আলাপ আলোচনা আরও বিস্তৃতি ঘটে, তাহলে যত সমস্যা আছে তা দূর হবে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. ইসহাক। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবিএম আমিন উল্লাহ নুরী, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন ছিদ্দিক, ঢাকা বিআরটি কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সফিকুল ইসলাম ও ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ নাজিবুল বশর মাইজভান্ডারি।

সিদ্ধান্ত নিয়েও এগরা সফর বাতিল করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : বৃহস্পতিবার এগরা যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে যেতে পারেন তিনি।
গত ১৬ মে এগরায় বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১২ জন। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার এগরার খাদিকুলে যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। দেখা করার কথা ছিল নিহতদের পরিজনদের সঙ্গে। কিন্তু সেই সফর বাতিল হয়েছে।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর সফরের ইঙ্গিত পাওয়ার পরই অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরির শুরু করা হয়েছিল। খাদিকুল থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে আলিপুর গ্রামের ফাঁকা মাঠে সেই হেলিপ্যাড তৈরি করার কাঝ শুরু হয়। জায়গাটি পরিদর্শনও করেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। ঠিক কী কারণে মুখ্যমন্ত্রীর এগরার সূচীর বদল হল, তা জানা যায়নি।

কর্ণাটকে গুন্ডামি বরদাস্ত নয়, সিদ্দারামাইয়ার পর এবার বার্তা ডি কে শিবকুমারের

বেঙ্গালুরু, ২৪ মে (হি.স.): 'আমরা কাউকে আইন হাতে তুলে নিতে দেব না', স্পষ্টভাবে এমনটাই জানিয়েছেন কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিবকুমার বলেছেন, 'আমরা কাউকে আইন হাতে তুলে নিতে দেব না... ৩-৪টি ক্ষেত্র ছিল, যেখানে পুলিশ অফিসাররা তাঁদের এজেন্ডা রেখেছিল। তাঁরা নিজেদের ইউনিফর্ম খুলে ফেলে এবং রাজনৈতিক পোশাকের পোশাক পরে ছবি তোলার জন্য পোজ দেয়। এটা অসাংবিধানিক...।'
উল্লেখ্য, ক্ষমতায় এসেই রাজ্যের পুলিশকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। বিধানসৌধের সভাগৃহে আয়োজিত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দার স্পষ্ট ঘোষণা ছিল, রাজ্যে কোনও রকম গুন্ডামি বরদাস্ত করবে না তাঁর সরকার। মানুষ বদলের প্রত্যাশায় তাঁদের জিতিয়েছেন। মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলবে কংগ্রেস সরকার। এবার সেই বার্তা দিলেন শিবকুমার।
কর্ণাটকের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে শিবকুমার বলেছেন, 'আমার মুখ্যমন্ত্রীই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করবেন। তাঁর কর্তৃত্ব আছে, কংগ্রেস তাঁকে কর্তৃত্ব দিয়েছে। তিনিই সঠিক মানুষ যিনি এ ব্যাপারে উত্তর দিতে পারবেন। অনুগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন।'

ঝাড়খণ্ডে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি, রাঁচি বিমানবন্দরে স্বাগত জানান রাজ্যপাল

দেওঘর (ঝাড়খণ্ড), ২৪ মে (হি.স.) : বুধবার তিন দিনের সফরে ঝাড়খণ্ডে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দেওঘর বাবা বৈদ্যনাথ মন্দিরে প্রার্থনা করার পরে, তিনি দেওঘর বিমানবন্দর থেকে একটি বিশেষ বিমানবাহিনীর বিমানে দুপুর ১২টায় রাঁচির বিরসা মুন্ডা বিমানবন্দরে পৌঁছান। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণান এবং মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। ঝাড়খণ্ডে পৌঁছে মুর্মু প্রথমে দেওঘর বাবা বৈদ্যনাথের দরবারে যান। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতিকে শঙ্খধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। এখানে পুরোহিতরা ষোড়শপচার পদ্ধতিতে বাবা বৈদ্যনাথের পূজা করেন। পূজার পর পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিভাগের প্রতিমন্ত্রী মিথিলেশ কুমার ঠাকুর টেম্পল শ্রাইন বোর্ডের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে একটি পোশাক এবং একটি স্মারক উপহার দিয়ে অভিনন্দন জানান। দেওঘরে সাংসদ নিশিকান্ত দুবেও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যপালের সফরের জন্য রাঁচিতে তিন হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে রাজভবন পর্যন্ত কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা এবং রাজ্য পুলিশের কর্মীরা সর্বত্র উপস্থিত রয়েছে। পুলিশ সদস্যরা উঁচু ভবন থেকে রাস্তায় নজর রাখছেন। এডিজি এবং সিনিয়র আইএএস নজরদারি করছেন। রাষ্ট্রপতি ভগবান বিরসা মুণ্ডার মূর্তির পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তিনি অ্যালবার্ট এক্কা চকে শহীদ অ্যালবার্ট এক্কার মূর্তির পুষ্পস্তবক অর্পণের পর রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

নবান্নে তিন মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক নিয়ে শুভেন্দুর টুইটের পালটা কুণালের

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : শুভেন্দু অধিকারী, নবান্নে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভিন রাজ্যের দুই মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক নিয়ে যে প্রশ্ন তুলছেন, তার পালটা উত্তর দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ।
টুইটে কুণাল লেখেন, 'বৈঠক হতেই পারে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে কথা হওয়াটাই স্বাভাবিক।' এর পরই কুণাল পালটা প্রশ্ন তুলে লিখেছেন, 'অমিত শাহের সরকারি দফতর বা সংসদের ঘরে শুভেন্দু ভারত সরকারের কোন আলোচনায় যায়? উনি কেন্দ্রের কে? বাংলাবিরোধী চক্রান্তের জন্য সরকারি দফতর ব্যবহার হয় কেন?'
কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধেও ওইদিন তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী কেন্দ্রের সরকারের মেয়াদ আর ছয় মাস বলেও নির্দিষ্ট করে দেন তিনি । আর সেই বক্তব্যকে হাতিয়ার করেই তৃণমূলকে আক্রমণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে বসে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে বলেও টুইটে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা। তারই জবাব দিয়েছেন কুণাল।

কুমাছড়া ফিস সিড ফার্ম বন্দোবস্ত দেওয়ার দরপত্র আহ্বান

শিলচর (অসম) ২৪ মে (হি.স.) : কাছাড়ের জেলা মীন উন্নয়ন আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে কুমাছড়া ফিস সিড ফার্ম বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আগামী ২০ জুন তারিখ থেকে ৫ বছরের জন্য এই বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। আগামী ৯ জুন তারিখের দুপুর ২ টার মধ্যে এই দরপত্র গ্রহণ করা হবে। বিস্তারিত বিবরণ কাছাড় জেলা মীন উন্নয়ন আধিকারিক এর কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

দুবরাজপুর বিস্ফোরণকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্তের ভাইপো, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে তিন

কলকাতা, ২৪ মে (হি.স.) : বীরভূমের দুবরাজপুরে বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার করা হল আরও এক জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে তল্লাশি চলাকালীন গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। তবে এ নিয়ে এখনই আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি বীরভূম পুলিশের তরফে। এই গ্রেফতারের ফলে বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল তিন।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম শেখ ইমাম। তিনি দুবরাজপুরের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শেখ শফিকের ভাইপো। ইমামের বাবা মরিলাল শেখকে মঙ্গলবারই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ বার মরিলালের ছেলেকেও গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যদিও ওই কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত শেখ শফিক এখনও পলাতক। তাঁকে খুঁজছে পুলিশ।
সোমবার দুপুরে দুবরাজপুরের পদুমা পঞ্চায়েতের ঘোড়াপাড়া গ্রামে এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, বাড়িতে মজুত থাকা বোমা থেকে ঘটেছে বিস্ফোরণ। যদিও বিস্ফোরণের ঘটনায় তৃণমূলের কোনও যোগ নেই বলে জানিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

ইরানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রী বাহরাম ইনোলাহির সঙ্গে সাক্ষাত ডঃ মনসুখ মাণ্ডভিয়া-র নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া বুধবার জেনেভায় ইরানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষামন্ত্রী বাহরাম ইনোলাহির সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। এই উপলক্ষে, তিনি টুইট করেছেন, জেনেভায় ৭৬ তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সমাবেশে ইরানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষামন্ত্রী বাহরাম ইনোলাহির সাথে তার একটি ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে স্বাস্থ্যসেবা, ফার্মা, ডিজিটাল স্বাস্থ্য এবং ঐতিহ্যবাহী ওষুধে সহযোগিতা আরও জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।
প্রসঙ্গত, গত ২১ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে অনুষ্ঠিত ৭৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সমাবেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, ডাঃ মান্ডাভিয়া সারা বিশ্বের দেশগুলির সাথে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেবেন এবং অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা সহযোগিতার সুযোগ উন্নীত করবেন।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও অসাধারণ সাফল্য নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের

নরেন্দ্রপুর, ২৪ মে (হি. স.) : মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও পরীক্ষার ফলাফলে তাক লাগালো নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন। উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দশের মধ্যে তাদের বিদ্যালয়েরই নয় জন ছাত্র রয়েছে।
পড়ুয়াদেরই সাফল্যে খুশি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ থেকে শুরু করে অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীরা।
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র শুভ্রাংশু সরদার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৯৬ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন।
শুভ্রাংশু ছাড়াও মেধাতালিকায় রয়েছেন আরও ৮ পড়ুয়া। ২০১৫ সালের পর আবারো নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকার করল কোন পড়ুয়া।
গত ১৯শে মে মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্টেও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১২ জন পড়ুয়া মেধা তালিকায় প্রথম দশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। কার্যত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতে ও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখল দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের পড়ুয়ারা।

চালসায় লক্ষাধিক টাকার শাল কাঠ বাজেয়াপ্ত

চালসা, ২৪ মে (হি.স.) : জলপাইগুড়ির চালসায় লক্ষাধিক টাকার শাল কাঠ বাজেয়াপ্ত। মাছ রাখার পেটির আড়ালে ছোট গাড়িতে করে পাচার হচ্ছিল মূল্যবান শাল কাঠ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ওই ছোট গাড়ি সমেত লক্ষাধিক টাকার শাল কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হল। এই সাফল্য পেল চালসা রেঞ্জের বনকর্মীরা। যদিও গাড়ির চালক পালিয়ে যাওয়ায় তাকে ধরতে পারেনি বনকর্মীরা।
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চালসা রেঞ্জের বনকর্মীরা নিউ খুনিয়া এলাকার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ওঁত পেতেছিল। ওই সময় মাছ রাখার পেটির আড়ালে একটি ছোট গাড়ি নিউ খুনিয়া হয়ে জাতীয় সড়কের দিকে আসছিল। বনকর্মীদের দেখতে পেয়ে গাড়ির চালক গাড়ি সামলাতে না পেরে নিউ খুনিয়া এলাকায় রাস্তার পাশে উলটে যায়। ওই সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। পরে বনকর্মীরা এসে গাড়ির তল্লাশি করার সময় গাড়ির ভিতরে মাছের পেটির আড়ালে শাল কাঠ দেখতে পায়। রাতেই গাড়ি সমেত কাঠ নিয়ে আসা হয় চালসা রেঞ্জ অফিসে। মঙ্গলবার চালসার রেঞ্জার প্রকাশ থাপা বলেন, 'বাজেয়াপ্ত হওয়া কাঠের বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা। এই ধরনের অভিযান চলতেই থাকবে।'

শেষ পর্যন্ত মমতার দিল্লি সফর বাতিল, নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন না

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সংঘাত আরও তীব্র করতে চলেছে তৃণমূল । আগামী রবিবার নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনে থাকছে না তৃণমূল কংগ্রেস, তা আগেই জানিয়েছিল দল। এবার নীতি আয়োগের বৈঠকেও দিল্লি যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতীতে নিজের মুখে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেয়ার কথা জানালেও বুধবার তৃণমূল সূত্রে খবর, দিল্লি যাচ্ছেন না মমতা। পাশাপাশি কে তাঁর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন নীতি আয়োগের বৈঠকে তা অবশ্য জানা যায়নি।
দিন কয়েক আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে নীতি আয়োগ নিয়ে কার্যত ক্ষোভ উপড়ে দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, নীতি আয়োগের বৈঠকে তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়। তারপরও তাঁকে বলতে দেওয়া হয় না। এবার সরাসরি সংঘাতের পথে হেঁটে নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে খবর, ২৭ তারিখ নির্ধারিত দিনে তিনি দিল্লি যাচ্ছেন না। আগে ঠিক হয়েছিল নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে ২৬ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার দিল্লি যেতে পারেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তবে তারপরেই আচমকা নিজের এই অবস্থান পরিবর্তন করলেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, রাজ্যের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ এবং তাঁকে বলতে না দেওয়ার কারণেই হয়তো নীতি আয়োগের এই বৈঠকে যোগ না দেওয়ার রাস্তাতেই হাঁটলেন তিনি।

বুধবারেও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ বুধবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৭৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে একবছর ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।
বুধবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।
ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বুধবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আগামীর প্রত্যেকটি দিন তোমাদের সাফল্যময় হোক।"প্রসঙ্গত, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবার পাশের হার ৮৯.২৫ শতাংশ। ছেলের পাশের হার ৯১.৮৬ শতাংশ, মেয়েদের পাশের হার ৮৭.২৬ শতাংশ। পাশের হারের নিরিখে প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর। ১১ জেলায় পাশের হার ৯০ শতাংশের বেশি।প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৩৮ শতাংশের বেশি।

মধ্যপ্রদেশের দেওয়াসে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু

দেওয়াস(মধ্যপ্রদেশ), ২৪ মে (হি.স.) : বুধবার ভোর ৪টায় মধ্যপ্রদেশের দেওয়াসের ইন্দোর-ভোপাল বাইপাসে জেল চৌরাহায় সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন মারা গেছেন। নিহতদের মধ্যে মা ও তার দুই ছেলে রয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ এ খবর জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, একটি দ্রুতগামী ডাম্পার অটোকে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ডাম্পার ডিভাইডার ভেঙে অটোর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। নিহতদের মধ্যে অটোতে থাকা মা ও দুই ছেলে রয়েছে। ডাম্পারে আরোহী এক ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন।
নিহতদের পরিচয় জানা গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাদের মধ্যে অটো আরোহী সাগরের বাসিন্দা সুরজ, তার দুই সন্তান ঋত্বিক (২) ও অংশু (৩) এবং ডাম্পার আরোহী ধর্মেন্দ্র রয়েছেন। আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আজ থেকে তিন দিনের ঝাড়খণ্ড সফরে রাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : আজ বুধবার থেকে তিন দিনের ঝাড়খণ্ড সফরে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি আজ রাজ্যের রাজধানী রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের নতুন ভবনের উদ্বোধন করবেন। রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সচিবালয় জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আগামীকাল ২৫ মে কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে খুন্তিতে আয়োজিত মহিলা সম্মেলনে অংশ নেবেন। তিনি নামকুমে (রাঁচি) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজির (রাঁচি) দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সন্ধ্যায়, তিনি ঝাড়খণ্ড সরকারের তত্ত্বাবধানে রাঁচির রাজভবনে তার সম্মানে আয়োজিত একটি নাগরিক সংবর্ধনায় অংশ নেবেন। ২৬ মে রাজভবনে বিশিষ্টজনের সাথে দেখা করবেন। এর পর রাজভবন থেকে রাঁচি বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

অনুব্রত-র জামিনের আবেদন আইনজীবীর দিল্লির আদালতে, শুনানি ১০ জুলাই

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : গরু পাচার মামলায় আপাতত তিহাড় জেলে বন্দি অনুব্রত মণ্ডল। জুলাই মাসে তৃণমূল নেতার জামিনের আবেদন শুনবে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। ১০ জুলাই সেই মামলার শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।
বুধবার রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে অনুব্রতের মামলার শুনানি ছিল। শুনানিতে তৃণমূল নেতার শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী মুদিত জৈন। ১০ জুলাই জামিনের সেই মামলার শুনানি হবে বলে আদালত জানিয়েছে। এর পর অনুব্রতকে ১২ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।
এদিন এ প্রসঙ্গে মুদিত বলেন, "বুধবারের শুনানির সময় তৃণমূল নেতার শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁরা আদালতে জামিনের আবেদন করেছিলেন। ১০ জুলাই সেই জামিন মামলার শুনানির দিন ঠিক করা হয়েছে। আপাতত অনুব্রতকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"
প্রসঙ্গত, এর আগে রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে তিহাড় থেকে আসানসোল জেলে ফেরত যাওয়ার আবেদন করেছিলেন গরু পাচার মামলায় ধৃত বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি। গত ৪ মে অনুব্রতের সেই আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক রঘুবীর সিং।

সদর জেলা কমিটির কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার। ছবি নিজস্ব।

শান্তির বাজার পৌর পরিষদের ১৪ নং ওয়ার্ডে কৃষকদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ মে।। রাজ্যসরকার চাইছে কৃষকদের আয় দ্বীগুন করতে। রাজ্যসরকারের এই উদ্দ্যেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে কাজকরেযাচ্ছে বগাফা কৃষিদপ্তর। বগাফা কৃষিদপ্তরে তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস প্রতিনিয়ত কৃষকদের ভালোভাবে কৃষিজফসল উৎপাদনের জন্য কি কি করনীয় প্রয়োজন তানিয়ে পরামর্শ প্রদানকরেথাকেন। তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস কৃষকদের কমপরিশ্রমে ও কম অর্থ ব্যায়করে কিভাবে বেশি পরিমানে কৃজিষ ফসল ফলানোযায় তা নিয়ে প্রশিক্ষন প্রদানকরেন। বর্তমান সময়ে গতকাল থেকে শান্তির বাজার মহকুমায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েযাচ্ছে। এই বর্ষায় ঘরেবসে নাথেকে মাঠেগিয়ে কৃষকদের পাশে দারাচ্ছেন তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস। বর্ষাকে উপেক্ষা করে বুধবার শান্তির বাজার পৌর পরিষদের ১৪ নং ওয়ার্ডেগিয়ে কৃষকদের নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করাহয়। এই কর্মশালার মাধ্যমে উন্নতমানের প্রযুক্তিতে কিভাবে কৃষিজফসল উৎপাদন করাযায় তানিয়ে প্রশিক্ষন প্রদানকরাহয়। তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস শান্তির বাজারে আসারপর পলিমালচিং পদ্ধতিতে কৃষিজ ফসল উৎপাদনের উপর গুরুত্বদিয়েছেন। এই পদ্বতিতে ১৪ নং ওয়ার্ডের এক কৃষক লঙ্কার চাষ করেছন। এই পদ্বতিতে লঙ্কা চাষকরে কৃষকের ভালোপরিমানে লঙ্কার ফলন হয়েছে। এইনিয়ে কৃষক সকলের সামনে নিজ অভিঞ্জতা তুলেধরলেন এবং এই পদ্বতিতে চাষের বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে জানালেন। তারপাশাপাশি বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে কৃষকদের কৃষিজ জমিতে পোঁকার আক্রমন কমানোরজন্য ইয়েলো স্টিকি কার্ডের ব্যাবহার সম্পর্কে জানালেন ও কিছু সংখ্যক কৃষকদের কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে ইয়েলো স্টিকি কার্ড প্রদান করাহয়। অপরদিকে পৌর এলাকায় বসবাসকারী লোকজনদের স্বল্প পরিমানে নিজ বারিতে কৃষিজফসল উৎপাদনের জন্য কিছু উন্নতমানের ফ্লো ব্যাগ দেওয়াহয়। তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস জানান এলাকার কৃষকরা জৈবিক পদ্বতিতে কৃষিজ ফসল উৎপাদন করেন তাই কৃষকদের থেকে দাবি উঠেছে এখানে ভার্মি কমোষ্টপিড দেওয়ারজন্য। সেক্ষেত্রে এলাকার কাউন্সিলার দের প্রতি আহব্বান জানান যাতেকরে কৃষকদের নাম সিলেকশানকরে কৃষিদপ্তরের নিকট আবেদন করেন। এতেকরে কৃষিদপ্তরথেকে কৃষকদের সাহায্যের হাত বারিয়েদেওয়াহবে। কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই কর্মশালায় উন্নতমানের প্রযুক্তিগুলি দেখে খোবই আপ্লুত এলাকার কৃষকরা। এইধরনের নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসাতে সকলে কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাসকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদে বোমা উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য

বেলডাঙা, ২৪ মে (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার মির্জাপুর গ্রামে তিনটি প্লাস্টিকের কন্টেনার ভর্তি দেশি বোমা এবং সকেট বোমা উদ্ধার হয়েছে। বুধবার সকালে বোমা উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে মির্জাপুর পোলিওপাড়া এলাকার কিছু বাসিন্দা যখন কাজে যাচ্ছিলেন সেই সময় তাঁরা স্থানীয় একটি বাঁশ বাগানের মধ্যে তিনটি প্লাস্টিকের কন্টেনারের মধ্যে প্রচুর বোমা দেখতে পান। এরপরই ঘটনাটি বেলডাঙা থানাতে জানানো হলে পুলিশ এসে এলাকা ঘিরে দেয়। মহম্মদ শাহজান শেখ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ”আজ সকালে গ্রামের কয়েকজন বাচ্চা বাঁশ বাগানে খেলা করছিল। তখন তারা প্লাস্টিকের কন্টেনারগুলো দেখতে পায়। এরপর বাচ্চারা বাড়িতে এসে খবর দিলে গ্রামবাসীরা ওই বাঁশ বাগানে গিয়ে তিনটি বোমা ভর্তি কন্টেনার উদ্ধার করেন।” গ্রামবাসীদের অনুমান তিনটে প্লাস্টিকের কন্টেনারে কমপক্ষে ৬০ টি বোমা রয়েছে। একসাথে এতগুলো বোমা উদ্ধার হওয়াতে যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন বেলডাঙার মির্জাপুরের বাসিন্দারা।

এলাকাবাসী

● প্রথম পাতার পর

ছোট শিশু থেকে শুরু করে মা বোনেরা আসেন মনোরঞ্জনের জন্য। অথচ এই পার্কের মধ্যেই ওয়ার্ড অফিসের ঘর তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনগণের মধ্যে তীব্র ভবের সঞ্চার হয়। বুধবার এলাকার জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে ওয়ার্ড অফিস নির্মাণের কাজে বাধা দেন। এমনকি এলাকার কর্পোরেটের ভাস্বতী দেববর্মার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেন তারা। এখানে কোনভাবেই পার্ক গড়ে তুলতে দেওয়া হবে না বলে তারা স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খোয়াই জেলাভিত্তিক বিজেপির কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ মে।। পূর্ব নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী আজ ভারতীয় জনতা পার্টির খোয়াই জেলা কমিটির কার্যকারণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব কল্যাণপুরের নবনির্মিত ডায়েট কলেজের মিলনায়তনে। এই কার্যকরিনি বৈঠকে জেলার বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত বিজেপি দলের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই কার্যকারিনী বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, ছিলেন বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, বিজেপি নেতৃত্ব হরি শংকর পাল প্রমুখ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই সময়ের মধ্যে গোটা রাজ্য জুড়েই দলের কার্যকারিনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিগত প্রায় সপ্তাহ ব্যাপী কল্যাণপুরে অনুষ্ঠিত এই খোয়াই জেলা ভিত্তিক কার্যকারিনী বৈঠককে সফল করার জন্য ময়দান চসে বেড়াচ্ছিল স্থানীয় বিজেপি দলের নেতৃত্বরা।।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার আরোগ্য কামনায় কৃষ্ণপুরে যুব মোর্চার প্রার্থনা র্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ মে।। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন রাজ্য বিধানসভার কেবিনেট মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। বর্তমানে তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তুইকর্মা এলাকায় বিজেপি ৩২ নং শক্তি কেন্দ্রের যুব মোর্চার উদ্যোগে হাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে এক প্রার্থনা সবার আয়োজন করা হয়। এ প্রার্থনা সভার মূল উদ্দেশ্য মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার শারীরিক সুস্থতা কামনার্থে যুব মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত। এই দিন সন্ধ্যা রাতে এলাকায় যুবক-যুবতীরা মোমবাতি জ্বালিয়ে দীর্ঘক্ষণ প্রার্থনায় লিপ্ত হয়। কচিকাচা শিশুরাও প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

উচ্চ মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় বাঁকুড়া জেলার ৮ কৃতি

বাঁকুড়া, ২৪ মে (হি. স.) : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যুগ্ম ভাবে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুষমা খাঁ।এছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিকে সেরা দশে বাঁকুড়া জেলার ৭ কৃতি। এই সাফল্যে জেলায় খুশির হাওয়া।আজ ফলাফল ঘোষণার দিকে তাকিয়ে ছিল জেলাবাসী।মাধ্যমিকে ১৩ জন পড়ুয়ার সেরা দশে ঠাঁই হলেও প্রথম চারটি স্থান ছিল অধরা, উচ্চমাধ্যমিকে সুষমা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় সেই আক্ষেপ দূর করলো এমনই অভিমত সংশ্লিষ্ট মহলের। এছাড়াও অলচিকি ভাষায় রাজ্যে প্রথম সান অধিকার করেছে পন্ডিত রঘুনাথ মূর্মু আবাসিক স্কুলের বিবেক সরেন।তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭২।সিমলাপাল মদনমোহন হাইস্কুলের দুই পড়ুয়া সেরা দশে সান করে নিয়েছে।এই স্কুলের অদিতি মহান্তি ৪৯১ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ সান দখল করেছে।তার সাথেই মটগোদা হাইস্কুলের ছাত্রী সুপর্না মাহাতো ষষ্ঠ সান লাভ করেছে।মদনমোহন হাইস্কুলের অর্নব পতি ও বাঁকুড়া মিশন গার্লস স্কুলের ছাত্রী অস্মিতা পাল ৪৯০নম্বর পেয়ে ৭ম সানে রয়েছে। হাড়মাসড়া হাইস্কুলের শেখ আব্দুর রাজ্জাক ও বাঁকুড়া খ্রীশ্চান কলেজিয়েট স্কুলের অগ্নিভ মুখোপাধ্যায় দশম সান অধিকার করেছে।

জি-২০ দেশের প্রতিনিধিরা গলফ উপভোগ করেছেন ঘুরছেন মুঘল ও নিশাত বাগান

শ্রীনগর, ২৪ মে (হি.স.) : বুধবার তৃতীয় জি-২০ ট্যুরিজম ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে যোগদানকারী প্রতিনিধিরা গলফ খেলা উপভোগ করেন এবং ডাল লেকের তীরে বিখ্যাত মুঘল ও নিশাত উদ্যান পরিদর্শন করেন। এরপর প্রতিনিধিরা পলো ভিউ বাজারেও যাবেন।বুধবার সকালে প্রতিনিধিরা একটি বিলাসবহুল হোটেলের লনে আয়োজিত একটি যোগ সেশনে অংশ নেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রতিনিধি এবং ভারতের জি-২০ শেরপা অমিতাভ কান্ত রয়্যাল স্প্রিংস গলফ কোর্সে (আরএসজিসি) গলফ খেলেছেন।তারপরে ডাল লেকের তীরে বিখ্যাত মুঘল এবং নিশাত বাগান পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রতিনিধিদের পর্যটকদের সঙ্গে ছবি তুলতে দেখা যায়। শ্রীনগরের মেয়র জুনায়েদ আজিম মাট্টু শের-ই-কাশ্মীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে সভার প্রতিনিধিদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। প্রতিনিধিরা শহরের লাল চক এলাকা ঘুরে দেখেন।

আক্রান্ত ৮

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় খোয়াই জেলায় ২ জন, ধলাই জেলায় ২ জন, উত্তর জেলায় ৩ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি চার জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

আটক

● প্রথম পাতার পর

নেশায় আশক্ত থাকেন। তারা নেশা সামগ্রী ক্রয় করার জন্য শান্তির বাজারের বিভিন্ন জায়গায় চুরি সংগঠিত করে। এ-বিষয়ে জানার পর স্থানীয় মানুষ শান্তির বাজার থানায় খবর পাঠিয়েছেন।পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দুই চোরকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

ছাড়া পাবেন

● প্রথম পাতার পর

নেন। ডাঃ বিকাশ রায়ের সাথে তাঁর দীর্ঘ কয়েক দশকের সম্পর্ক। তিনি ডাঃ রায়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

জনগণকে সর্বোত্তম চিকিৎসা প্রদানের জন্য চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান রাজ্যপালের

শিলচর, (অসম) ২৪ মে (হি.স.).: অসমের রাজ্যপাল গোলাব চাঁদ কাটারিয়া বুধবার তিন দিনের বরাক উপত্যকা কার্যসূচির শেষ দিনে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে নির্মীয়মান ক্যান্সার হাসপাতাল ভবনের কাজ পরিদর্শন করেন। এদিন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রোগীর সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করলেই রোগীরা অর্ধেক সুস্থ হয়ে উঠেন। বলেন, চিকিৎসা ক্ষেত্রের মূল ভিত্তিই হচ্ছে ব্যবহার। চিকিৎসকদের তাই এক্ষেত্রে তাদের বিশেষ জোর দেওয়া উচিত।

আয়োজিত এই সভায় তিনি ভালো ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে জনতার টাকা খুবই কষ্টের টাকা। এই টাকার সঠিক ব্যবহার করে যাতে রোগীদের সেবা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়, ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে একথা সবসময় মাথায় রাখতে হবে তাদের। চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, তাদের কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় এবং সময়ের মূল্য বোঝাটা খুবই জরুরী, এতেই উন্নতি হবে প্রতিষ্ঠানের। রাজ্যপাল আরও বলেন, তিনি খুঁত ধরতে আসেননি। চিকিৎসকরা যেন তাকে রাজ্যপাল নয়, নিজেদের সহযোগী হিসেবে ধরে নেন। শুধু খুঁত ধরার মানসিকতা থাকলে ভালো কাজ করা যায় না। তিনি বলেন, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সারা ভারতেই বিভিন্ন হাসপাতালের শৌচালয়ের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তাই সবার আগে জরুরী হাসপাতালের শৌচালয়ের অবস্থা ঠিক করা। শৌচালয় পরিষ্কার থাকলে পরিষ্কার থাকবে সারা হাসপাতালই।

মেডিক্যালের অধ্যক্ষ ডা: ভাস্কর গুপ্ত, সুপারিনটেনডেন্ট বিশ্বদীপ চৌধুরী, পরিচালন সমিতির অধ্যক্ষ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, পরিচালন সমিতির উপাধ্যক্ষ সাংসদ ডা: রাজদীপ রায়, জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা সহ কিছু চিকিৎসকের উপস্থিতিতে রাজ্যপাল আরোও বলেন যে, একসময় তিনি শিক্ষকতা করেছেন। পরবর্তীতে রাজনীতি করতে করতে এসে পৌঁছেছেন আজকের অবস্থানে। গোটা কর্মজীবনে, তার উপলব্ধি হয়েছে-সেবা, মিষ্ট কথা বলা এবং ভালো ব্যবহারই একজন প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে পারে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।তিনি বর্তমান সরকারের জমানায় কিভাবে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিকাঠামগত উন্নতি হয়েছে তা সবিস্তারে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ ডা: রাজদীপ রায় শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এ পর্যন্ত সামগ্রিক উন্নয়নের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ ডা: ভাস্কর গুপ্ত।

ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিটাঙ্কিতে গুলিবর্ষণ, গ্রেফতার ১

শিলিগুড়ি, ২৪ মে (হি. স.) : শিলিগুড়ির খোরিবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিটাঙ্কির গৌরসিংজোটে গুলিবর্শণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। খবর পেয়ে খড়িবাড়ী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত একজনকে আটক করে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে পানিটঙ্কির গৌরসিংজোত গ্রামে স্থানীয় বাসিন্দা অনন্ত বর্মণের স্ত্রীর নামে অশালীন মন্তব্য করেন গ্রামের এক যুবক সঞ্জীব বর্মণ। স্ত্রীর নামে অশালীন মন্তব্য শুনে যুবককে মারধর করেন অনন্ত। এর পরে সঞ্জীব এবং তার বন্ধুরা প্রতিশোধ নিতে অনন্ত বর্মনের সন্ধানে অনন্তের শ্বশুর বাড়িতে হামলা চালায়। অভিযোগ, সঞ্জীব এবং তার বন্ধুরা একটি স্কুটি নিয়ে বাড়ির দরজা ঠেলে জোর করে ঘরে ঢুকে বন্দুকের দেখিয়ে লুটপাট চালায়। গ্রামবাসীরা সঞ্জীব ও তার সঙ্গীদের বাধা দিতে গেলে তারা বাতাসে গুলি চালায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণ রাই। এই ঘটনায় একটি স্কুটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত সঞ্জীব বর্মণের বন্ধু সত্যেন বর্মণকে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পঞ্চায়েত সদস্যরা।

টিবি মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে কর্মসূচির সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। টিবি মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে বুধবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচির অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ২০২৫ সালের মধ্যে সারাদেশ ও রাজ্য থেকে টিবি রোগ মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত যাতে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি পৌঁছে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তর। বুধবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে টিবি মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব জে কে সিনসিনহা সহ অন্যান্যরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও ব্যস্ততার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে মুখ্যমন্ত্রী এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে এ বিষয়ে বার্তা দিয়েছেন। এদিন রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে পুরো নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশ থেকে এবং রাজ্য থেকে টিবি মুক্ত করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে ব্যাপক প্রচার আন্দোলন প্রয়োজন। শহর থেকে গ্রাম গ্রাম থেকে পাহাড় সর্বত্র এই প্রচার আন্দোলন নিয়ে যেতে হবে। এজন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি সহ সকল স্তরের সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিহারে মদ পাচার করতে গিয়ে ধৃত পাচারকারী

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ মে (হি. স.) : বিহারে দেশি, বিদেশি মদ পাচার করতে গিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কুশিদা এলাকা থেকে ধরা পড়ল এক পাচারকারী। ওই পাচারকারীর নাম স্বপন দাস। বাড়ি। ধৃতের কাছ থেকে দেশি, বিদেশি মিলে মোট ২০ বোতল মদ বাজেয়াপ্ত করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ। বুধবার তাকে চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী কুশিদা এলাকায় নাকা চেকিং করার সময় স্বপন দাস নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশকর্মীরা। তার কাছে ব্যাগে থাকা ২০ বোতল দেশি-বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত হয়। জেরা করে জানা গিয়েছে, সেই মদ সে বাংলা থেকে বিহারে পাচার করছিল। বিহারে মদ নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বিহার সীমান্তবর্তী হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকা থেকে এর আগেও বিভিন্ন সময় মদ পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে একাধিক ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির কাছ থেকে মোট কুড়ি বোতল মদ পাওয়া গিয়েছে। বিহারে মদ পাচার করছিলেন বলেই প্রাথমিক অনুমান।

হেপাজতে

● প্রথম পাতার পর

রাতে যুব মোর্চার ৩৫ বিলোনীয়া মন্ডলের সম্পাদক জয়দেব সাহার উপর এবং তার বাড়িতে আক্রমণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বিজেপি তপশিলি জাতি মোর্চার প্রদেশ সহ-সভাপতি মানিক লাল দাসকে আজ বিলোনিয়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮, ৪৫২, ৩২৫, ৩০৭, ৩৮২, ৫০৬, ৩৫৪ এবং ১২০ (বি) ধারায় মামলা গ্রহণ করে যার কেস নাম্বার বিলোনিয়া পিএস ৩৬/২৩।

দুই দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে বিলোনিয়া থানা মানিক দাস কে বিলোনিয়া আদালতে পাঠালে আদালত তা মঞ্জুর করে। পুলিশ রিমান্ড শেষে আগামী ২৬ শে মে মানিক দাস কে আবার আদালতে তোলা হবে। এই মামলায় অপর অভিযুক্ত চন্দন দাস এখনো পলাতক রয়েছে।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

কন্যার পরিবারের পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া থানায় ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ জানায়। তেলিয়ামুড়া থানা সূত্রে জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ একটি ধর্ষণের মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। নাবালিকা শিশু কন্যার জবানবন্দি নিয়ে যাবতীয় প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে পুলিশ।

পুষ্টি প্রকল্প

● প্রথম পাতার পর

১৩৬০ কেজি চাল ডাল মিশ্রিত পচে নষ্ট হয়েছে গোডাউনে।

গোডাউনে চালডাল মজুত থাকা সত্ত্বেও কেন এগুলি শিশুদের দেওয়া হয়নি। এর কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে ঐ এলাকার বহু মানুষ অভিযোগ জানিয়েছেন, কদমতলায় সিডিপিও অফিস ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে। নিজেদের মর্জি মাফিক কাজ করা হচ্ছে সিডিপিও অফিসে। সঠিক নজরদারি নেই। ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সরকারের অসন্তোষ দেখা দেয়। সে কারণেই হয়তো মুখ্যমন্ত্রী প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে মহারাজা বলে সম্বোধন না করতে দলীয় কর্মীদের পরামর্শ দিয়েছেন। আর তাতেই উপজাতি জনগণের একাংশের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

যার প্রভাব পড়ছে পাহাড়ে। এদিন তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকরা এডিসির সদর দপ্তর ছাড়াও টাকারজলা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল করে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। দাবি তুলে অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর এই ধরনের বক্তব্য প্রত্যাহার করার।

ব্রাউন সুগার

● প্রথম পাতার পর

৫০ হাজার টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে বাপন বনিককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, মধুপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে নেশা সামগ্রী পাচার করছিল বাপন। তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুই যুবক

● প্রথম পাতার পর

পর চিকিৎসক তাদেরকে জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। বর্তমানে আহতরা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এব্যাপারে বিশাল কর থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। অটোচালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠিত

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে রাজ্য কার্যকারণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ২৬ মে প্রতিটি মন্ডল কার্যকারণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নয় বছর দেশ পরিচালনার উল্লেখযোগ্য সাফল্য গুলি জনসমক্ষে তুলে ধরার লক্ষ্যেই মাসব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অঙ্গন

ওড়িশায় জাতীয় জনজাতীয় খেলায় ত্রিপুরা দলের বাছাই পর্ব আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। রাজ্যভিত্তিক বাছাই পর্ব শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। দুইদিন ব্যাপী এই বাছাই পর্বের মাধ্যমে সাতটি ইভেন্টে রাজ্য দল গঠন করা হবে। আগামী ৯ থেকে ১২ জুন ওড়িশায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রথম বারের মতো জাতীয় জনজাতীয় খেল মহোৎসব - ২০২৩। এর উদ্যোক্তা ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় হলেও যৌথ সহযোগিতায় থাকছে ওড়িশা রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব সেবা দপ্তর, কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সাইন্স এবং ডিমডটু বি ইউনিভার্সিটি, ভুবনেশ্বর। এই জাতীয় জনজাতীয় খেলায় ত্রিপুরা থেকে সাতটি ইভেন্টে রাজ্য দল অংশগ্রহণ করবে বলে স্থির হয়েছে। আগামীকাল সকাল দশটায় বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিকসের বাছাইপর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

আগামীকাল বেলা ১১টায় খয়েরপুরস্থিত পুরাতন আগরতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর মাঠে অনুষ্ঠিত হবে খো-খো ইভেন্টের বাছাই পর্ব। একই দিনে একই সময়ে বাধারঘাটস্থিত রাইমা সুইমিং পুলে অনুষ্ঠিত হবে সাঁতারের বাছাই পর্ব। এদিকে আগামীকালই বেলা ১১ টা থেকেই আগরতলার নেতাজি চৌমুহনীস্থিত নেতাজি সুভাষ রিজিওনাল কোচিং সেন্টারে হবে যোগাসনের বাছাই পর্ব।

পরদিন ২৬ মে বেলা ১১ টায় উমাকান্ত মাঠে ফুটবল, ভলিবল এবং কাবাডি এই তিনটি ইভেন্টের উপর রাজ্যভিত্তিক বাছাইপর্ব অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রত্যেক উপজাতি খেলোয়াড়দের এস টি সার্টিফিকেট ও আধার কার্ড সঙ্গে আনতে বলা হয়েছে। তবে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক রাজ্যের উপজাতি খেলোয়াড়দেরকে নিজ নিজ জেলা ক্রীড়া আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এই রাজ্যভিত্তিক বাছাই পর্বে আসতে হবে বলে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক পাইমং মগ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

INVITING ORIGINAL RESEARCH ARTICLES FOR JOURNAL PUBLICATION

The Directorate o; 'bo: & Other Minority Language. wt. of Tripura Education De; mt (School), invites Original Research Articles m_eligible researchers / scholars, demicians of the state of Tripura, who wishes to publish their articles in the Yearly Journal to be published from the Directorate.

The necessary details with all guidelines can be downloaded from the Directorate's Website https://kokborokom!.tripura.gov.in/.

All interested researchers are requested to submit their Original Research Articles, as per the prescribed guidelines along with necessary details, to the Director, Kokborok & OML at ShikshaBhavary(Ground Floor), Office Lane, Agartala, West Tripura — 799001, from 11:00 am to 4:00 pmduring all working days. The sathe can also be submitted (as per the prescribed guidelines along withnecessary details) to the Directorate e-mail Id dkmltripura@gmail.com. The last date of submission of article ends on™5™ July, 2023.

Take notice that articles from eligible and interested scholars / researchers / academicians will be accepted from the date of publication of this Notice in the concerned daily,

ICA/D-270/23

Director
Kokborok & Other Minority Languages
Government of Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/EE-BSLD/PWD(R&B)/2023-24, Dated 22th May'2022

The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Bishalgarh, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 22.06.2023 for the following works:-

Sl No.	DNIeT No	Estimated Cost	Earnest money	Time for Completion
1.	DNIT No. 06/CE/PWD(R&B)/SE (P&DU)/2023-24	Rs. 1, 98, 14,916.00	Rs.3,96,298.00	365 Days

1. Last date and Time for document downloading and bidding up to 15.00 Hrs on 22.06.2023 And Time and date of opening of Bid at 16.00 Hrs.on 22.06.2023 if possible.
2. Notes:-For more details kindly visit:https://tripuratenders.gov.in .

For and on behaff of the 'Governor of Tripura'

ICA/C-675/23

Er. A.B.Saha]
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R&B)
Gakulnagar, Bishalgarh, Sepahijala, Tripura.

NOTICE INVITING e-TENDER

TENDER REF. No. F.3(640)/DLRS/NEZ/2020/4010 Dated, Agartala 15/15/72023

e-Tender of supply, installation and commissioning of Air Conditioning System at the VC Room of the Directorate of Land Records & Settlement, Palace Compound, Agartala-799001.

An e-Tender is hereby invited on behalf of the Governor of Tripura by the Director of Land Records & Settlement, Government of Tripura from experienced bonafide & interested agency/ distributor/authorized dealer/OEM for supply, installation and commissioning of Air Conditioning System at the VC Room of the Directorate of Land Records & Settlement, Government of Tripura".

The details of Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is 06.06.2023 up to 4:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the •-procurement portal. So bidders are requested to update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C-671/23

Director of Land Records & Setilement
Government of Tripura, Agartala

PNIe-T NO:- O8/EE-1/2023-24, Dated 20/05/2023

The Executive Engineer, Division No-!, PWD(R&B), Agartala, Tripdra (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 20-06-2023 for 01 (One) No. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-667/23

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-1, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

PNIe-T No, 07/BE/DWS/KD/2023-24 Dt. 22/05/2023

DNle-T No_S7/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_58/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_59/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_60/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_61/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_62/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_63/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_64/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_65/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_66/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_67/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_68/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_69/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_70/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No.71/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_72/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_73/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_74/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_75/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_76/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_77/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_78/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_79/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_80/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_81/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_82/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_83/EE/DWS/KD/2023-24
DNle-T No_84/EE/DWS/KD/2023-24

Period of downloading of biding documents at : 01/06/2023 to 19/06/2023
Deadline for online Bidding : 19/06/2023 up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid : 20/06/2023 up to 12.00 Hours
Place of opening of Bid(s) : O/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit : www.tripuratenders.gov.in

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-661/23

Executive Enigneer
DWS Division, Kumarghat
Unakoti Tripura

টিসিএ-র ও-লেবেল হবু কোচদের সেমিনার শুরু ২৭শে, রিপোর্টিং আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। ৩০ জন হবু ক্রিকেট কোচ নাম নথিভুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই যথারীতি রিপোর্ট করবেন আগামীকাল। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ও-লেভেল কোচেস কোর্স, সেমিনার ও পরীক্ষায় বসার জন্য ইচ্ছুক প্রাক্তন ক্রিকেটারদের থেকে নাম জমা দেওয়ার শেষ দিন মঙ্গলবার পর্যন্ত মোট ৩০ জনের নাম জমা পড়েছে বলে সংবাদ সূত্রে জানা গেছে। আগামীকাল বিকেল চারটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট গ্রহণ অনুষ্ঠানে সবার হাতে সেমিনার ও পরীক্ষার সিডিউল এবং পড়াশোনার বিষয়বস্তু তুলে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, কোচেস কোর্স ক্লাস তথা সেমিনারের জন্য তিন বা চারজন ফ্যাকাল্টিও নিয়োগ করা হচ্ছে। যাঁরা তিনদিন ব্যাপী সেমিনারে ক্লাস করাবেন। আগামী ২৭, ২৮ ও ২৯ মে ও-লেভেল কোচেস কোর্সের সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। তিন দিনব্যাপী সেমিনারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে ৩০ মে লিখিত পরীক্ষার আয়োজন করা হবে। তাতে যাঁরা নির্ধারিত কাটঅফ মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হবেন, তাঁরাই মূলতঃ ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ও-লেভেল কোচ হিসাবে মনোনীত হবেন। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদেরকেই টিসিএ স্কুল ও কোচিং সেন্টার গুলিতে ক্রিকেট কোচ হিসেবে নিয়োগপত্র দেবে বলে সিদ্ধান্ত রয়েছে।

লেভেল ওয়ান ক্রিকেট কোচ সার্টিফিকেট কোর্সের আবেদন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। এবার লেভেল ওয়ান ক্রিকেট কোচ সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করেছে বিসিসিআই। হাইব্রিড লেভেল ওয়ান ক্রিকেট কোচ সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য ইচ্ছুক প্রশিক্ষকদের থেকে নাম চাওয়া হয়েছে। এজন্য অবশ্যই ও-লেভেল ক্রিকেট কোচ উত্তীর্ণ হতে হবে অথবা প্রথম শ্রেণীর প্রাক্তন ক্রিকেটার হলেও আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া, দক্ষ ক্রিকেটার বিশেষ করে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা থেকে ওই নাম সুপারিশ করতে হবে। এছাড়া, বেসিক ইংরেজি এবং হিন্দি পড়া, লেখা এবং বুঝতে পারার পাশাপাশি কম্পিউটার চালানোতেও দক্ষ হতে হবে। বয়স থাকতে হবে ১৮ থেকে ৫৫ এর মধ্যে। ইচ্ছুক প্রার্থীকে অবশ্যই ২৬ মে বিকেল চারটার মধ্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অফিসে নাম, যোগাযোগের নাম্বার ইমেল আইডি, যোগ্যতার মাপকাঠি জানিয়ে দরখাস্ত জমা দিতে হবে। উল্লেখিত কোর্স অনলাইনে করা হবে, এর জন্য প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে হবে বলে টিসিএ-র এর জয়েন্ট সেক্রেটারি জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ রাজ্য আসর ২৮ শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা। চতুর্থ ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশীপের। ২৮ মে হবে রাজ্য আসর। ধলেশ্বর প্রান্তিক ক্লাবে। ওইদিন সকাল থেকে আসর শুরু হলেও উদ্বোধন হবে ১১ টায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তী, ত্রিপুরার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়, ২৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুখময় সাহা, ২৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সীমা দেবনাথ এবং শতদল সঙ্ঘের সচিব অধীর দেবনাথ। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করবেন রাজ্য সংস্থার সভাপতি দিব্যেন্দু দত্ত। এদিকে রাজ্য আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য জোড় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে বলে জানান রাজ্য সংস্থার সচিব কৃষ্ণ সূত্রধর।

জাতীয় স্কুল যোগাসন দিল্লিতে রাজ্যদলের প্রস্তুতি জোরকদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। আগামী ৬ থেকে ১২ জুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে ৬৬ তম জাতীয় স্কুল যোগাসন প্রশিক্ষণ প্রতিযোগিতা। আসন্ন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই বালক ও বালিকা বিভাগে মোট ১৪ জনের রাজ্য দল গঠন করা হয়। এখন চলছে আগরতলা এনএসআরসিসিতে রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জোরদার প্রশিক্ষণ। গত ২০ মে থেকে তিনজন প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে চলছে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ ও ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত বিশেষ এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে আগামী ২৯ মে পর্যন্ত। ২রা জুন রেলপথে মোট ১৭ জনের রাজ্য দল দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। দলে প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন শুভ্রাদে ও কালী নারায়ণ ঘোষ। জাতীয় স্কুল যোগাসনে এবছর প্রত্যাশিত ফলাফল করবে বলে আশা ব্যক্ত করলেন রাজ্য দলের ম্যানেজার অমল ভট্টাচার্য।

বাবুল, সাগর, রিয়াজের সৌজন্যে বড় স্কোরের লক্ষ্যে বি সি সি

বি সি সি -২৫১/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে বড় স্কোর গড়ছে বি সি সি। প্রথম দিনের শেষে এমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেলো। তবে এই ম্যাচ মিমাংশিত হবে না। ফলে দুদলেরই লক্ষ্য থাকবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়া। প্রথম দিনের শেষে কিছুটা সুবিধে জনক জায়গায় রয়েছে বি সি সি। সদ্য প্রথম ডিভিশনে খেতাব জয়ী ব্লাডমাউথের বিরুদ্ধে। বাবুল দে, সাগর শর্মা, রিয়াজ উদ্দিন-দের দায়িত্বশীল ব্যাটিং স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলো বি সি সি কর্তাদের। নরসিংগড় পুলিস ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথম দিনের শেষে ৭৭ ওভার ব্যাট করে বি সি সি ৬ উইকেট হারিয়ে ২৫১ রান করে। সকালে ব্লাডমাউথের অধিনায়ক তুষার সাহা টসে জয়লাভ করে প্রথমে বি সি সি-কে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। শুরুতেই ধাক্কা খায় বি সি সি। দ্রুত প্যাভেলিয়নে ফিরে আসেন দীপঙ্কর ভাটনাগর (৫) এবং প্রীয়াঙ্গ মিত্র (৪)। ওই অবস্থায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেন ওপেনার বাবুল দে এবং সাগর শর্মা। ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে দুজন এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন দলকে।তৃতীয় উইকেটে ওই জুটি যোগ করেন ৫৪ রান। বাবুল ৭৫ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৩ রান করেন। সাগর ১৪৯ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ রান করেন। এরপর রিয়াজ উদ্দিন এবং জনক রিয়াং প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। তবে দুর্ভাগ্য রিয়াজ-এর। দুর্দান্ত ব্যাট করলেও মাত্র ৫ রানের জন্য অর্ধশতরান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। রিয়াজ ৬১ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ রান করেন। শেষ পর্যন্ত প্রথম দিনের শেষে বি সি সি ৭৭ ওভার ব্যাট করে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৫১ রান করে। জনক ৮৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ রানে এবং অনুজ পাল জনক ৫৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রানে অপরাজিত থেকে যান। ব্লাডমাউথের পক্ষে মণীর হুসেন (৩/৪২) এবং সম্রাট বিশ্বাস (২/৯৫) সফল বোলার। আজ বি সি সি-র লক্ষ্য থাকবে দ্রুত ৩০০ রানের গন্ডি পার হয়ে ব্লাডের ১০ উইকেট তুলে নেওয়া। কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোরকার্ড:

বি সি সি: দীপঙ্কর - ৫, বাবুল - ৬৩, প্রিয়াংশ - ৪, সাগর - ৫১, রিয়াজ উদ্দিন - ৪৫, জনক - ৩৬ (ব্যাটিং), দেবরাজ - ১৫, অনুজ - ২৩ (ব্যাটিং), অতিরিক্ত - ৯, মোট - ৭৭ ওভারে ৬ উইকেটে ২৫১ রান। বোলিং: প্রলয় ১২.৪-২-৪২-১, কুমার ৯-১-৩০-০, সম্রাট ১৯-৩-৯৫-২, মনীর ২৩-১০-৪২-৩, রণদীপ ৯.২-২-২৬-০, অনীক ৩-০-১২-০, জয়ন্ত ১-০-১-০।

দেবোত্তম, লক্ষ্মণের দুর্দান্ত বোলিংয়ে চালকের আসনে চলমান সংঘ

পোলস্টার-১৭৮/১০(৪১.২) চলমান- ১৪৩/৫(৪৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। লিড নেওয়ার পথে চলমান সঙ্ঘ। দ্বিতীয় দিনে লিড নিতে চলমানের দরকার আর মাত্র ৩৫ রান। হাতে রয়েছে ৫ উইকেট। তবে কোনও রকম আত্মতুষ্টিতে ভুগতে থাকলে তপন দেব-এর দলকে খেসারত দিতে হতে পারে। তাই সতর্ক হয়ে মাঠে নামতে হবে কৃষ্ণধন-দের। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটের সুপার ফোরে। বুধবার প্রথম দিনে পোলস্টারের গড়া ১৭৮ রানের জবাবে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান করে চলমান সঙ্ঘ। চলমানের পক্ষে লক্ষ্মণ পাল, দেবোত্তম ঘোষ ৪ উইকেট করে এবং তন্ময় দাস অর্ধশতরান করেছেন। বৃষ্টিত মাঠ ভিজে থাকায় এদিন নির্ধারিত সময়ের পর খেলা শুরু হয়। সকালে চলমানের অধিনায়ক টসে জয়লাভ করে পোলস্টারকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। সকালের স্যাতস্যাতে আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে শুরু থেকে পোলস্টারের ব্যাটসম্যানদের উপর সাড়াশি আক্রমণ চালান চলমানের বোলাররা। লক্ষ্মণ পাল, দেবোত্তম ঘোষ এবং কৃষ্ণধন নম:-র বিধ্বংসী বোলিংয়ে ৪১.২ ওভার ব্যাট করার ফাঁকে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৭৮ রান করতে সক্ষম হয়। মিডল অর্ডারে অরিন্দম বর্মন এবং শিবম পান্ডে যদি কড়া প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে পোলস্টারের স্কোর ১০০ রানের গন্ডি পার হতো কীনা তা নিয়ে সন্দেহ ছিলো। শিবম ৭৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০ এবং অরিন্দম ২৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে আয়ুষ দেবনাথ ৬০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। চলমানের পক্ষে দেবোত্তম ঘোষ (৪/৩৯), লক্ষ্মণ পাল (৪/৯৩) এবং কৃষ্ণধন নম: (২/৩৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে প্রথম দিনের শেষে ৪৩ ওভার ব্যাট করে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান করে চলমান সঙ্ঘ। দলের পক্ষে ওপেনার তন্ময় দাস ৪৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩, সোমেন মহান্তি ৬৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং আরমান হুসেন ৭৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন। কৃষ্ণধন নম: ১৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭ পানে এবং নবজ্যোতি দেবনাথ ৬ বল খেলে ৩ রানে অপরাজিত থেকে যান। পোলস্টারের পক্ষে দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য (২/২৬) এবং সন্দীপ সরকার (২/৩২) সফল বোলার। ম্যাচ নিশ্চিত অমিমাংশিত হওয়ার পথে। তবে এখন দেখার কোনদল প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। তবে চালকের আসনে রয়েছে চলমান সঙ্ঘ।

সংক্ষিপ্ত স্কোরকার্ড: পোলস্টার: অমরেশ - ৫, ঋতুরাজ - ২, কিষান - ৪, অরিন্দম - ৫২, আয়ুষ - ২৯, শিবম - ৬০ (অপ:), আলবাহার - ৬, সন্দীপ - ১, দ্বৈপায়ন - ০, আকাশ - ২, কাজল - ৫, অতিরিক্ত - ১২, মোট - ৪১.২ ওভারে ১০ উইকেটে ১৭৮ রান। বোলিং: লক্ষণ ১৮-৫-৯৩-৪, কৃষ্ণধন ১৩-৪-৩৬-২, দেবোত্তম ১০.২-০-৩৯-৪।

চলমান সংঘ: তন্ময় দাস - ৫৩, আরমান - ২৬, সোমেন - ৩০, তন্ময় ঘোষ - ০, কৃষ্ণধন - ১০ (ব্যাটিং), অর্কজিৎ - ৭, নবজ্যোতি - ৩ (ব্যাটিং), অতিরিক্ত - ১৪, মোট - ৪৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৩ রান। বোলিং: কাজল ২-০-১৭-০, অমরেশ ৯-১-২৩-০, দ্বৈপায়ন ১০-৩-২৬-২, সন্দীপ ১৪-২-৩২-২, অরিন্দম ৩-১-২৫-০, শিবম ৫-৩-৮-০।

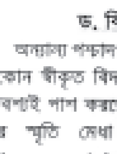

ত্রিপুরা সরকার
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর
এয়ারপোর্ট রোড, গোর্খাবস্তি আগরতলা

ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতি মেধা পুরস্কারের জন্য আবেদন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী ভুক্ত ত্রিপুরার স্থায়ীভাবে বসবাসকারী যে সকল মেধাবী ছাত্রছাত্রী ২০২৩ ইং শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের কোন স্বীকৃত বিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কম পক্ষে গড়ে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে (সব বিষয়ে অবশ্যই পাশ করতে হবে) ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর থেকে ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতি মেধা পুরস্কার প্রদান করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা আগামী ০৫/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে (bms.tripura.gov.in) Portal এ Online এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে। আবেদন করার পরবর্তীতে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলির প্রত্যয়িত সকল কপি যথাক্রমে (১) মার্কসিট (২) আধার কার্ড (৩) ব্যাংক একাউন্টের বিস্তারিত বিবরন (৪) ও বি সি সার্টিফিকেট (৫) রেশন কার্ড (৬) BMS Acknowledgement Slip সহ আবেদনপত্র নিজ নিজ বিদ্যালয় প্রধানদের কাছে আগামী ১৫/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে জমা করার জন্য বলা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য কেবল মাত্র অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রীরাই নিম্ন হারে এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

- যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের প্রত্যেককে ১,৫০০/- টাকা হারে আর্থিক পুরস্কার সহ শংসা পত্র প্রদান করা হবে।
- Tripura Board of Secondary Education (TBSE) কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যে সমস্ত ও বি সি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রী বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ১ম থেকে ১০ম এর মধ্যে স্থান পেয়েছে তাদের আম্বেদকর স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। এই পুরস্কার প্রাপক ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে ও BMS Portal এ Online আবেদন প্রযোজ্য। এই সকল ও বি সি ছাত্রছাত্রীদের কে আগামী ৩০/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে সরাসরি নিম্ন স্বাক্ষরকারির অফিসে তাদের BMS Acknowledgement Slip সহ আবেদনপত্র জমা করার জন্য বলা হচ্ছে। আবেদন পত্রের সঙ্গে (১) মার্কসিট (২) আধার কার্ড (৩) ব্যাংক একাউন্টের বিস্তারিত বিবরন (৪) ও বি সি সার্টিফিকেট (৫) রেশন কার্ড এর প্রত্যায়িত সকল কপি সহ সাদা কাগজে দরখাস্ত করে আবেদনপত্রটি জমা করার জন্য বলা হচ্ছে।
- সমস্ত হাই/হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন যোগ্যতা সম্পন্ন আবেদনকারী ও বি সি ছাত্রছাত্রীদের আবেদন পত্র গুলো আগামী ২০/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে Offline mode - এ verification করে স্ব স্ব SDM Office এ জমা করেন।
- এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাসক গনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তারা যেন প্রয়োজনীয় তদন্তক্রমে সমস্ত দরখাস্ত আগামী ৩০/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে BMS Portal এ as a cheeker level Verification শেষ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন মূলে কোন আবেদনকারীর আবেদনপত্র উল্লেখিত তারিখ ও নিয়ম অনুসারে দপ্তরের গোচরে না এলে পরবর্তী পর্যায়ে কোন আবেদন বিবেচনার প্রশ্নে দপ্তর কোন অবস্থাতেই দায়ী থাকবে না।

বিস্তারিত জানার জন্য লগ-ইন করুন www.obcw.tripura.gov.in, (0381)232-9034, e-mail - dir.obcw-tr@gov.in, Whatsapp Number - 8798224220

(নির্মল অধিকারী)
অধিকর্তা
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর

ICA/D-263/23

জাগরণ 25 May 2023, Thursday আগরতলা ২৫ মে, ২০২৩ ইং, ■১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

খোয়াইয়ে জলে ডুবে মৃত শিশু খুশি রায়ের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৪ মে।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ খোয়াইয়ের পশ্চিম গণকী প'ায়েতের তাঁত চৌমুহনী এলাকায় সম্পতি জলে ডুবে মৃত শিশু খুশি রায়ের (১০) বাড়িতে যান। উল্লেখ্য, গত ২১ মে পহরমুড়া বিজ সংলগ এলাকায় খোয়াই নদীতে স্নান করতে গিয়ে খুশি রায় (১০), মৌটুসী দাস (১২) ও অঙ্কুশ নম (৭) নামে এই তিন শিশুর জলে ডুবে মৃত্যু হয়। খুশি রায়ের বাড়িতে এসে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রয়াত তিন কিশোর কিশোরীর মা বাবা ও আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন এবং শোক ও সমবেদনা জানান। খুশি রায়ের বাড়ি পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ও সরকারি মুখ্যসচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায় মৃতার পিতা র'তি রায়ের সঙ্গে কথা বলেন এবং স্টেট ডিজাস্টার রিলিফ ফাণ্ড থেকে ৪ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বিধানসভার সরকারি মুখ্যসচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায়, খোয়াই জেলার জেলাশাসক ডি কে চাকমা, জেলা পুলিশ সুপার ডা. রমেশ চন্দ্র যাদব, খোয়াই প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দাস, খোয়াই জিলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুব্রত মজুমদার, মহকুমা শাসক বিজয় সিনহা, খোয়াই ব্লকের বিডিও অভিজিৎ দাস প্রমুখ। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী এদিন এই ঘটনায় মৃতা মৌটুসী দাসের মোহরছড়াস্থিত বাড়িতেও যান। মুখ্যমন্ত্রী মৃতার পিতা মহাপ্রভু দাসের সাথে কথা বলেন এবং সমবেদনা জানান। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন থেকে মৃতার পরিবারকে আপদকালীণ সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানান ডিসিএম অ'ন দাস।

ধর্মনগরে হজ যাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। এ বছর রাজ্য থেকে ১৬৫জন হজযাত্রী মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। তাদের মধ্যে ১৭ জন মহিলাও রয়েছেন। প্রশাসনের তরফ থেকে হজ যাত্রীদের সংবর্ধনা এ জ্ঞাপন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার উত্তর জেলা জেলা সদর ধর্মনগরে হজ যাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হল প্রশাসনের তরফে।এ উপলক্ষে ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে হজ যাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিসিএম জিনিয়াস দেববর্মা, হানিফ উদ্দিন চৌধুরী উত্তর জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি, শাহাবুদ্দিন ওয়াকফ বোর্ড চেয়ারম্যান উত্তর জেলা, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর সহ অন্যান্যরা।চারাগাছে জল ঢেলে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অতিথিরা। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও আয়োজন করা হয় হজ যাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। এবার উত্তর জেলার থেকে হজের উদ্দেশ্যে মোট ৬২ জন হজযাত্রী মে মাসের ৩০ তারিখ আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। হজ যাত্রীদের মধ্যে রয়েছে ১৭ জন মহিলা উমোট ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ১৬৫ জন হজের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন কলকাতায় মে মাসের ৩১ তারিখ ।

বিরসা মুণ্ডার মূর্তির পুষ্পস্তবক অর্পণ করলেন রাষ্ট্রপতি

রাঁচি (ঝাড়খণ্ড), ২৪ মে (হি.স.) : বুধবার রাঁচি বিমানবন্দর থেকে বিরসা চক পৌঁছান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এখানে তিনি বিরসার মূর্তির প্রতি মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন, মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এবং কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। রাষ্ট্রপতি করমর্দন করে সেখানে উপস্থিত জনতার শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি আলবার্ট একা চকে অবস্থিত পরমবীর চক্র বিজয়ী ল্যান্স নায়েক অ্যালবার্ট এক্কার মূর্তির পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সেখান থেকে রাজভবনে পৌঁছলে রাজ্যপাল ও সরকারি অধিকারিকরা রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান।

বিশালগড় শহর যানজট মুক্ত করতে প্রশাসনিক অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ মে।।বুধবার সকালে মহকুমা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে যানজট মুক্ত রাখতে অভিযানে নামে। অভিযানে অংশ নেন খোদ মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন, বিশালগড়ের ওসি বাদল চন্দ্র সাহা। বিশেষ করে ব্রিজ চৌমুহনী এলাকায় দিনভর যানজট লেগে থাকে। যত্রতত্র বাইক পার্কিং করার কারণেই এ যানজট।প্রসঙ্গ, বাইপাস সড়ক নির্মাণ করার পরেও যানজট মুক্ত হয়নি বিশালগড় শহর। শহরের নানা প্রান্তে দিনভর লেগেই আছে যানজট। এতে আমজনতাকে পোহাতে হয় চরম দুর্ভোগে। এবার যানজট মুক্ত বিশালগড় শহর গড়ার লক্ষ্যে প্রশাসনিক অভিযান শুরু হয়েছে। এছাড়া বিশালগড় নিচের বাজার, রাউৎখলা, নিউ মার্কেট এলাকায় প্রতিনিয়ত যানজট লেগে থাকে। যার কারণে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। শহরকে যানজট মুক্ত করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার বিকালে প্রশাসনিক বৈঠক করেছিলেন মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস। বৈঠকে সিদ্ধান্তক্রমে বুধবার থেকে শুরু হয় বিশেষ অভিযান। যত্রতত্র পার্কিং করা বাইক গাড়ি থেকে জরিমানা আদায় শুরু হয়েছে। গাড়ি পার্কিং এর জন্য মোটর স্ট্যান্ড ছাড়াও লালসিংমুড়া স্ট্যান্ড সহ কয়েকটি স্থানে বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এরপরেও জাতীয় সড়কের উপরে বেআইনি পার্কিং করা হচ্ছে গাড়ি। তাই এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তথা পান্নালাল সেন এবং ট্রাফিক দপ্তর।

ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের বর্ণবাদের ঘটনায় ফুঁসছে বিশ্ব

বার্সেলোনা, ২৪ মে (হি.স.) : ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের বর্ণবাদের ঘটনা নিয়ে ফুঁসছে পুরো বিশ্ব। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রীড়াপ্রেমিরা। এ ঘটনার তীব্র ভাবে প্রতিবাদ করছেন। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার রাফিনহা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে।

হোসে জরিল্লায় গতকাল রাতে লা লিগায় মুখোমুখি হয়েছিল ভায়াদোলিদ-বার্সেলোনা। এই ম্যাচে বার্সেলোনার শুরুর একাদশে ছিলেন রাফিনহা। ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডকে ম্যাচের ৬৩ মিনিটের সময় বদলি করা হয়। বদলি করার সময় জার্সি খুলে ফেলেন রাফিনহা। তাঁর গেঞ্জিতে তখন লেখা ছিল, 'যত দিন চোখের উজ্জ্বলতার চেয়ে গায়ের রংকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে, যুদ্ধ চলবে।' জাতীয় দলের সতীর্থ ভিনিসিয়ুসের বর্ণবাদের ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেই এমন কাজ করেন রাফিনহা, যা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায় দ্রুতই।

তেলিয়ামুড়ার এসডিপিওকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ মে।। নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে একের পর এক সফল অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়ায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ অফিসার প্রসুন কান্তি ত্রিপুরাকে বুধবার সংবর্ধনা প্রদান করে ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এবং ফিটনেস এসোসিয়েশন। এদিন শ্রী ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া স্থিত অফিস কার্যালয়ে সংস্থার খোয়াই জেলা কমিটির সদস্যদের নিয়ে সংস্থার রাজ্য কর্ণধার তনয় দাস তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ অফিসার প্রসুনকান্তির ত্রিপুরার হাতে সম্মানীয় স্মারক এবং ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধিত করে। উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা তেলিয়ামুড়া মহকুমার নেশার সাম্রাজ্য দমনে একের পর এক সফল অভিযান চালিয়েছে। আর নেশার বিরুদ্ধে উনার এই সোচ্চারতাকে দেখে উনাকে এদিন এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। ত্রিপুরা ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি সদর এ.এম.সি. কমিটির উদ্যোগে বুধবার এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালন সমিতি সদর এএমসি কমিটি সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে বুধবার এক রক্তদান শিবির সংঘটিত করেছে। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। পৌরোহিত্য করেন কনভেনার প্রদীপ চন্দ, ত্রিপুরা ন্যায্য মূল্য দোকান পরিচালন কমিটি। এদিন রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন রক্তদান মহৎ দান। রক্তদানের মধ্য দিয়ে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলে। এটি একটি অন্যতম মানবিক কাজ। মেয়র বলেন জনসংখ্যার দিক দিয়ে ত্রিপুরা অনেকটা কম হলেও রক্তদানে উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা। এই গর্ব রাজ্য সরকারের নয় বরং এই রাজ্যের সচেতন নাগরিকদের। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র বলেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনের কারণে রাজ্যে রক্তদানের প্রবণতা কিছুটা কমে গিয়েছিল। ফলে রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের সংকট দেখা দেয়। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিজে সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ সকল স্তরের জনগণের কাছে রক্তদানে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনের ব্যাপক সাড়া মিলেছে। ত্রিপুরা ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালন সমিতিও এই আহবানে সাড়া দিয়ে বুধবার রক্তদান শিবির সংঘটিত করেছে। এ ধরনের মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচিতে এগিয়ে আসায় তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এদিন মেয়র প্রসঙ্গেক্রমে আরো বলেন আমাদের দেশ ও গোটা বিশ্ব বিজ্ঞান প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু রক্তদানের বিকল্প এখনো বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেননি। একমাত্র মানুষই পারেন রক্তদানের মধ্য দিয়ে এই সংকট মোকাবেলা করতে। তিনি বলেন রক্তদানের মাধ্যমে ধর্ম বর্ণ সংকীর্ণতা ধুয়ে মুছে একাকার করে দেওয়া সম্ভব।

প্রাক্তন মন্ত্রী বিধূভূষণ মালাকার প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন বিধায়ক বিধুভূষণ মালাকার প্রয়াত হয়েছেন। আজ সকালে কমলপুর হালাহালিতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রয়াত হয়েছেন।মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একমাত্র ছেলে এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর প্রয়াণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার, সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্যগণ স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত, সত্তরের দশকের ঝড়ো ছাত্র আন্দোলনের সময় অবিভক্ত কৈলাশহর মহকুমার কুমারঘাট এলাকায় যে কয়েকজন ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশনের গোড়া পত্তক ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিধুভূষণ মালাকার। বিধুভূষণ মালাকার ছিলেন ত্রিপুরার দীর্ঘ সময়ের বিধায়কদের মধ্যে একজন। ১৯৭৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পাবিয়াছড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

সম্প্রতি তিনি কমলপুর হালাহালিতে তাঁর আত্মীয় নিবারণ মালাকারের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আজ সেখানে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে নিকটবর্তী অপরেশ কর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

বিধুভূষণ মালাকারের প্রয়াণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার, পি আই (এম) রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্যগণ তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁর স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় প্রাক্তন মন্ত্রী বিধূভূষণ মালাকারের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন এবং পরিবার প্রিয়জনদের এই বিয়োগ ব্যথা সহ্য করার শক্তি প্রদানের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। এদিকে, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর তরফ থেকে পৃথক বিবৃতিতে শোকা প্রকাশ করা হয়েছে।

কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীদের নিয়ে মেহেন্দি প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। ছাত্র- ছাত্রীর মধ্যে বহু প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। সঠিক প্ল্যাটফর্ম না মেলায় অনেকের ভিতরে লুকিয়ে থাকা প্রতিভার বিকাশ ঘটে না। আর তাই দেশের বিভিন্ন জায়গার পড়ুয়াদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোই হচ্ছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের অধীন রাষ্ট্রীয় কলা মঞ্চের উদ্দেশ্য। এই সংগঠন এবার কলেজ স্তরের ছাত্রীদের মধ্যে মেহেন্দি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আগরতলায়। বুধবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ মহানগরের রাষ্ট্রীয় কলা মঞ্চের উদ্যোগে মহিলা মহাবিদ্যালয়ে হয় মেহেন্দি প্রতিযোগিতা। এদিন কলেজের ৩০ জন ছাত্রী এতে অংশ নেন। বেশ সাড়া পড়ে ছাত্রীদের মধ্যে মেহেন্দি প্রতিযোগিতাকে ঘিরে। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ত্রিপুরা প্রদেশের সহ- সম্পাদক দিবাকর আচার্য সহ অন্যরা।

মানবাধিকার নিয়ে আগরতলায় সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত স্টুডেন্টস হেলথ হোমে গতকাল চেতনা ইনস্টিটিউট অব ওমেন্স স্টাডিসের উদ্যোগে ও ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের সহায়তায় মানবাধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন জাস্টিস স্বপন চন্দ্র দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য এস সি সাহা, সি কে রায়, কমিশনের সচিব রতন বিশ্বাস, কমিশনের ও এস ডি অনিমেশ ধর ও ডিএসপি লালহিম মলসম ও চেতনা ইনস্টিটিউট অব ওমেন্স স্টাডিজ এর প্রেসিডেন্ট সুমিতা ব্যানার্জি এবং সচিব সুপ্রিয়া সেনগুপ্তা। প্রায় একশত মহিলা এই সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন জাস্টিস এস সি দাস বলেন, আমাদের দেশের সংবিধানে মানবাধিকারের সংস্থান থাকলেও আলাদাভাবে মানবাধিকার আইন তৈরী হয়েছে। কেননা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ অর্থের অভাবে ন্যায় বিচারের জন্য আদালতে যেতে পারেন না। সেক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ন্যায় বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া। তিনি আরও বলেন, কোন সরকারি কর্ত'পক্ষ দ্বারা যদি কারও বেঁচে থাকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার লঙ্ঘিত হয় তাহলে সেই ব্যক্তি কমিশনকে জানাতে পারেন। এমনকি কোন সামাজিক সংস্থাও কোন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। তখন কমিশন সম্ভাব্য সমস্ত সাহায্য প্রদান করবে সেই ব্যক্তিকে।

ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের সদস্য বি কে রায় বলেন, সরকারি কর্ত'পক্ষ দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন হওয়ার ঘটনা ছাড়াও কোন ঘটনায় পুলিশ যদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেয় তাহলেও কমিশনের কাছে ন্যায়ের জন্য অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে। কমিশনের অপর সদস্য এস সি সাহা এসব ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কমিশনের সচিব রতন বিশ্বাস কমিশনের কর্ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং জানান যে বিনামূল্যে সাদা কাগজেও অভিযোগ দায়ের করা যায়। কমিশনের ও এস ডি এবং ডি এস পি- ও বক্তব্য রাখেন কমিশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। চেতনা ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট সুমিতা ব্যানার্জী উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ 'াপন করেন।

ফিরোজাবাদ : গ্যাস সিলিন্ডারের আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি, মৃত ১

ফিরোজাবাদ, ২৪ মে (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের রামগড় থানার অন্তর্গত একটি বাড়িতে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লাগে। বুধবার সকালে দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক চেষ্টার পর দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনায় এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে পাঁচজন। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিন মমিন নগরের বাসিন্দা ইসরারে খাবার রান্না হচ্ছিল। সেই সময় গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ হয়ে আগুন লেগে যায়। আগুন পুরো বাড়িটিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যরা ভিতরে আটকে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পুলিশ দেওয়াল ভেঙ্গে ঘরে আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধার করে দ্রুত জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। সেখানে চিকিৎসক কিশোরীকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ দগ্ধ পরিবারের পাঁচ সদস্যকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। এতে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আগুনে ঘরের সব জিনিসপত্রও পুড়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সর্বেশ কুমার মিশ্র বলেন, রামগড় থানার অন্তর্গত মোমিন নগরের একটি বাড়িতে আগুন লেগেছে। পুলিশের অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিবারের সবাইকে বের করে হাসপাতালে পাঠানো হয়, যেখানে একটি মেয়ে মারা যায়। ঘটনার কারণ খুঁজে বের করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে জমজমাট বিকিকিনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। রাত পোহালেই জামাই ষষ্ঠী। হিন্দু বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম পার্বণ এই জামাইষষ্ঠী। বাঙালি প্রাণ প্রায় প্রতিটি বাড়ি ঘরে চলেছে জামাইষষ্ঠীর প্রস্তুতি। জামাইষষ্ঠীর বিভিন্ন উপকরণ এখন বাজারেও পাওয়া যায়। বুধবার সকাল থেকে রাজধানী আগরতলা শহরসহ রাজের বিভিন্ন স্থানে বাজার হাটে জবাই সমষ্টির যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে বসেন বিক্রেতারা। তাকে কেন্দ্র করে বাজারে চলে এসেছে ষষ্ঠীর বানা সহ অন্যান্য জামাই ষষ্ঠীর সামগ্রী। আগরতলার বিভিন্ন বাজারে জামাই ষষ্ঠীর বাজার জমে উঠেছে। জামাই ষষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেশ বিভেদে নিয়ম একটু আলাদা হয়। জামাই-এর মঙ্গল কামনায় এই ব্রত করা হয়। একটি ফুলের তোড়া বাঁধা হয়, যাকে 'ষষ্ঠীর ডোর' বলা হয়ে থাকে। বাঁশের খোল, করমচা, কমলা রঙের ফুল, আতপ চাল, দূর্বা, হলুদ সুতো দিয়ে বাঁধা হয়। সেটিকে ভিজিয়ে রাখা হয় গঙ্গা জলের পাত্রে। এটি দিয়ে মাথায় জল ছেটানোর নিয়ম রয়েছে। হলুদ মা ষষ্ঠীর প্রিয় রং, এই কারণে অনেকে হলুদ ছেটানো পাখাও ব্যবহার করেন। আবার সব থেকে সাধারণ যে নিয়মটি চোখে পড়ে সেটি হল পাখায় জল ফেলে সেটিকে দিয়ে হাওয়া করা। ষষ্ঠীর ব্রত কিংবা পুজো হয়ে গেলেও মায়েরা এদিন ফলাহার কিংবা দই চিড়ে খান। আবার জামাইদের-কেও দই চিড়ে খাওয়ানো হয়। বৃহস্পতিবার জামাইষষ্ঠী। তাকে কেন্দ্র করে বাজারে চলে এসেছে ষষ্ঠীর বানা সহ অন্যান্য জামাই ষষ্ঠীর সামগ্রী। আগরতলার বিভিন্ন বাজারে জামাই ষষ্ঠীর বাজার জমে উঠেছে। দই মিষ্টি এবং ফলের দোকানে ব্যাপক ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া কাপড়ের দোকান ও প্রসাধান সামগ্রীর দোকানগুলোতেও জামাইষষ্ঠীর উপলক্ষে ক্রেতা বিক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়। এ বছর জামাইষষ্ঠীর বাজার বেশ জমজমাট বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরাও।

হাইলাকান্দি কারাগার পরিদর্শনে হাইকোর্টের কমিটি

হাইলাকান্দি (অসম) ২৪ মে (হি.স.) : রাজ্যের কারাগার গুলির সংস্কারে গৌহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে গঠন করা তিন সদস্যের কমিটি সম্প্রতি হাইলাকান্দি কারাগার পরিদর্শন করেছেন।

আসাম রাজ্য আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব রত্নদীপ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কমিটির অন্য দুই সদস্য কারাগার বিভাগের গুয়াহাটি রেঞ্জের ডিআইজি প্রদীপ কুমার ব্রহ্ম এবং যোরহাট রেঞ্জের ডিআইজি ভূপেন দাস হাইলাকান্দির ডিস্ট্রিক্ট জেল এবং জেলার নারাইনপুরে নির্মীয়মান কারাগারটির সুযোগ সুবিধা খতিয়ে দেখেন।

পরিদর্শন কালে যেসব সুযোগ-সুবিধা খতিয়ে দেখা হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে, কারাগারের কয়েদি ধারণ ক্ষমতা যাচাই করা, পুরুষ ও মহিলা কয়েদিদের আলাদা সংস্থাপন, কারাগারের অভ্যন্তরে লিগেল এইড ক্লিনিক আছে কিনা তা দেখা, কারাগারের ভিতরে যথাযথ রান্নাঘর এবং খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করার সুবিধা আছে কিনা তা পরিদর্শন করা, কারাগারের প্রাঙ্গনে সেনিটাইজেশনের যথাযথ ব্যবস্থা মজুত আছে কিনা এবং কারাগারে সব কয়েদির ওয়ার্ডে নির্ধারিত বিছানা (বাঙ্ক বেড) আছে কিনা তা যাচাই করা।

পরিদর্শন কালে স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস এর সদস্য সচিব ভট্টাচার্য জানান যে গৌহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের সব কারাগার পরিদর্শনের অঙ্গ হিসেবে হাইলাকান্দি জেলা কারাগারও পরিদর্শন করা হচ্ছে এবং এতে কারাগারের কয়েদিদের সব সমস্যা পর্যবেক্ষণ করে দেখা হচ্ছে। হাইলাকান্দি জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব বিদ্যাব্রত আচার্য পরিদর্শনকালে এই কমিটির সঙ্গে ছিলেন। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এ খবর জানিয়ে বলেছেন যে, বিচারাধীন কয়েদিদের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার নির্দেশ গৌহাটি হাইকোর্টের রয়েছে। উল্লেখ্য গৌহাটি হাইকোর্টের মামলা নম্বর ৮/১৮ অনুসারে এই কমিটি গঠন করে কারাগার সংস্কারের প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশের অ্যাথলেট আশা মালভিয়া সাইকেলে আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। মধ্যপ্রদেশের রাজঘর জেলার নাটারাম গ্রামের বাসিন্দা বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী অ্যাথলেট আশা মালভিয়া সাইকেলে দেশব্যাপী ভ্রমণে বেড়িয়ে আজ আগরতলা এসে পৌঁছেছেন। তিনি বিকেলে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক রজত পন্থের সাথে সাক্ষাত করেন। উল্লেখ্য, মহিলাদের নিরাপত্তা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ণের বিষয়টিকে সামনে রেখে ২০২২ সালের ১ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের ভোপাল থেকে আশা মালভিয়া সাইকেল যাত্রা শুরু করেন। ইতিমধ্যেই তিনি ১৯টি রাজ্যে ১৬,৬০০ কিলোমিটার পথ সাইকেল চালিয়ে পরিক্রমা করে আজ আগরতলা এসে পৌঁছেছেন। ২৮টি রাজ্য ভ্রমণ করার পর এবছরের ১৫ আগস্ট দিল্লিতে তার এই যাত্রা শেষ হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।